প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যখন রাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্ত্বের কথা শুনিতে ইচ্ছা করিলেন, রায়রামানন্দ তখন শ্রীকৃষ্ণের ধীরললিতত্ত্বের কথা বলিলেন। যিনি বিদগ্ধ, যিনি নবযুবা, যিনি পরিহাসপটু, যিনি নিশ্চিন্ত এবং যে প্রেয়সীর যেরূপ প্রেম, যিনি সেই প্রেয়সীর সে-রূপ বশীভূত—এই সমস্তগুণ যে নায়কের মধ্যে বর্ত্তমান, তাঁহাকেই ধীরললিত বলা হয়। "বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাসবিশারদঃ। নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ॥ ভঃ রঃ সিঃ॥" ধীরললিত কৃষ্ণ "রাত্রিদিন কুঞ্জক্রীড়া করে রাধা সঙ্গে। কৈশোর বয়স সকল কৈল ক্রীড়ারঙ্গে॥ ২।৮।১৪৮॥" বিলাসের কি অদ্ভুত শক্তি, কি অদ্ভুত লোভনীয়তা! যিনি সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু; যিনি সর্ব্বযোনি, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বশক্তিমান্; যিনি সমস্ত বেদের প্রতিপাদ্য; যুগ-যুগান্ত ধরিয়া অনুসন্ধান করিয়াও শ্রুতিগণ যাঁহার মহিমার অন্ত পান না, সেই পরম-স্বতন্ত্র পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মধ্যে দুর্দ্দমনীয়া রস-লোলুপতা জাগাইয়া যে বিলাস তাঁহাকে প্রেয়সীর বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছে এবং সেই সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণির নিবিড়তম মুগ্ধত্ব জন্মাইয়া—সর্ব্বব্যাপকতত্ত্ব হইলেও প্রেয়সীসঙ্গলোভে তাঁহাকে নিভৃত-নিকুঞ্জে রাত্রিদিন অবস্থান করিতে বাধ্য করিয়াছে, সেই বিলাস যে কি মহান্ বস্তু, তাহার শক্তি যে কত মহীয়সী—তাহা কে বলিবে? শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসের এত বড় মহত্ত্বের কথা রায়রামানন্দ ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু তাহাতেও প্রভুর তৃপ্তি হইল না; তিনি আরও কিছু শুনিতে চাহিলেন। "প্রভু কহে—এই হয় আগে কহ আর।" "রামানন্দ! তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহাতে রাধাকৃষ্ণের বিলাসের যে অসাধারণ মহত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু বিলাস-মহত্ত্বের সব কথা যেন বলা হয় নাই। আরও যেন গূঢ় রহস্য কিছু আছে। তাহাই জানিতে ইচ্ছা হয়। বল রামানন্দ।"

তখন রায়রামানন্দ বলিলেন—"যে বা প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত এক হয়। তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয়॥ এত কহি আপন কৃত গীত এক গাইল। প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল॥"—"প্রভু, রাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্ত্বের একটী গূঢ়তম রহস্য আছে—সত্য। আমার নিজের রচিত একটী গীতে আমি তাহার ইঙ্গিত দিতে চেষ্টা করিয়াছি। সেই ইঙ্গিতটীকে সার্থকতা দিতে পারিয়াছি কিনা, জানি না। যদি না পারিয়া থাকি, গীতটী শুনিয়া তোমার সুখ হইবে না—যাহা জানিবার জন্য তোমার বাসনা জাগিয়াছে, আমার গীতের ইঙ্গিতে তাহার পরিচয় দিতে আমি যদি অসমর্থ হইয়া থাকি, তোমার বাসনা তৃপ্তি লাভ করিবে না; সুখও পাইবে না। তাই প্রভু, নিজের অসামর্থ্যের কথা চিন্তা করিয়া আমার মনে একটা সন্দেহ জাগিয়াছে—গীতটী শুনিয়া তুমি সুখী হইবে কিনা। তথাপি, আমার গীতটী আমি নিজেই গাহিয়া তোমাকে শুনাইতেছি; তুমি শুন প্রভু, তোমার অভিলষিত বস্তুটী ইহাতে আছে কিনা দেখ।"

এইরূপ উপক্রম করিয়া রামানন্দ গীতটী গাহিয়া শুনাইলেন। শুনিয়া প্রভুর প্রেমের বন্যা যেন উথলিয়া উঠিল। প্রভু স্বহস্তে রামানন্দের মুখ চাপিয়া ধরিলেন, রায় যেন আর কিছু বলিতে না পারেন। প্রভু কেন এরূপ করিলেন, তাহা পরে আলোচিত হইবে।

যে গীতটী রামানন্দ গাহিলেন, তাহা হইতেছে এই। "পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল। অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥ না সো রমণ না হাম রমণী, দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি॥ এ সখি সে সব প্রেমকাহিনী। কানুঠামে কহবি বিছুরহ জানি॥ না খোঁজলু দূতী, না খোঁজলু আন। দুহুকেরি মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ॥ অব সোই বিরাগ তুহুঁ ভেলি দূতী। সুপুরুখ প্রেম কি ঐছন রীতি॥"

এই গীতটীর অন্তর্গত—"না সো রমণ না হাম রমণী। দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি॥"-এই অংশের মধ্যেই বিলাস-মহত্ত্বের গূঢ়তম রহস্যটী নিহিত আছে।

কিন্তু এই রহস্যটী কি? "প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত" শব্দের অর্থ আলোচনা করিলে রহস্যটীর উদ্ঘাটনের পক্ষে সুবিধা হইতে পারে। তাই ঐ শব্দটীরই অর্থালোচনা করা যাউক।

বিবর্ত্ত-শব্দটীই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং রহস্যময়। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বিবর্ত্ত-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন "বিপরীত।" উজ্জ্বল-নীলমণির উদ্দীপন-বিভাব-প্রকরণে ২২শ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী "বকারেঃ সুমুখি নববিবর্ত্তঃ" স্থানে "বিবর্ত্তঃ" শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—"পরিপাকঃ।" আর বিবর্ত্তের একটী সাধারণ এবং সর্ব্বজনবিদিত অর্থ আছে—ভ্রম।

প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উক্ত তিনটী অর্থেরই উপযোগিতা এবং সার্থকতা আছে। অবশ্য "পরিপাক"-অর্থেরই মুখ্য উপযোগিতা এবং সার্থকতা, "বিপরীত" এবং "ভ্রম" অর্থের উপযোগিতা এবং সার্থকতা আনুষঙ্গিক—মুখ্যার্থের বহির্ল্লক্ষণ-সূচকরূপে।

প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত-শব্দের অর্থ হইল—প্রেমবিলাসের পরিপক্কতা বা চরমোৎকর্ষাবস্থা। এই চরমোৎকর্ষাবস্থার দুইটী লক্ষণ প্রকাশ পায়—একটী বৈপরীত্য, আর একটী ভ্রান্তি। যে বস্তুটীকে চক্ষু-আদি দ্বারা লক্ষ্য করা যায় না, লক্ষণদ্বারাই তাহাকে চেনা যায়। প্রেমবিলাসের চরমোৎকর্ষাবস্থাটীও চক্ষু-আদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়; যে সমস্ত লক্ষণ বাহিরে প্রকাশ পায়, তাহা দ্বারাই ইহার অস্তিত্বের অনুমান করিতে হয়। তাই চক্রবর্ত্তিপাদ একটী লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন—বিপরীত বা বৈপরীত্য।

কাব্যপ্রকাশের চতুর্থ উল্লাসে "ধন্যাসি যা কথয়সি"-শ্লোকের টীপ্পনীতে লিখিত আছে যে—"বিলাসমাত্রৈক-তন্ময়তাতেই কামক্রীড়ার চরমাবস্থা।" বিলাসের চরমোৎকর্ষাবস্থায় বিলাস-মাত্রৈক-তন্ময়তা যখন জন্মে, যখন একমাত্র বিলাসব্যতীত আর কোনও ব্যাপারেই, এমন কি নিজেদের অস্তিত্ব-সম্বন্ধেও নায়ক-নায়িকার কোনও অনুসন্ধান থাকে না,—কোনও স্মৃতি থাকে না, তখন তাঁহাদের স্মৃতির এবং অনুসন্ধানের বিষয় থাকে একমাত্র বিলাস; কিরূপে বিলাসের পারিপাট্য বা বৈচিত্রী সাধিত হইবে, কিরূপে বিলাসের আনন্দ বর্দ্ধিত হইবে, ইহাই তাঁহাদের একমাত্র অনুসন্ধানের বিষয় থাকে; অথচ সেই অনুসন্ধান কে করিতেছে, সেই অনুভূতিও যখন তাঁহাদের থাকে না, তখনই ক্রম-বর্দ্ধমান চরম-উৎকণ্ঠাবশতঃ তাঁহাদের মধ্যে বৈপরীত্য—নায়ক-নায়িকার চেষ্টার বৈপরীত্য—সম্ভব হইতে পারে। "না সো রমণ না হাম রমণী"-বাক্যে এই বৈপরীত্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। চক্রবর্ত্তিপাদ বিবর্ত্ত-শব্দের অর্থে এই বৈপরীত্যের কথাই সম্ভবতঃ বলিয়াছেন। এই বৈপরীত্যের অব্যবহিত হেতু হইল ভ্রান্তি—নায়ক-নায়িকার আত্মবিস্মৃতি। এই ভ্রান্তি হইল আবার বিলাসমাত্রৈক-তন্ময়তার ফল। বিলাসমাত্রৈক-তন্ময়তাই বিলাসের চরমোৎকর্ষাবস্থার পরিচায়ক। এস্থলে বিবর্ত্ত-শব্দের তিনটী অর্থই গৃহীত হইয়াছে। প্রধান অর্থ—পরিপক্কতা বা চরমোৎকর্ষাবস্থা; তাহার ফল বা লক্ষণ—ভ্রান্তি এবং বৈপরীত্য।

কিন্তু এই বৈপরীত্য প্রেমবিলাসের চরমোৎকর্ষাবস্থার একটী বাহিরের লক্ষণমাত্র; ইহাই চরমোৎকর্ষাবস্থা নয়; এবং এইরূপ বৈপরীত্য বোধ হয় প্রেমবিলাসের চরমোৎকর্ষাবস্থার বিশিষ্ট লক্ষণও নয়। কারণ, নায়ক-নায়িকা—প্রকাশ্যে বা ইঙ্গিতে—পরামর্শ করিয়াও তাঁহাদের চেষ্টার বৈপরীত্য ঘটাইতে পারেন; ইহা নায়ক-নায়িকার সাধারণ ভাব—ইহাতে বিলাস-মহত্ত্ব নাই। সাধারণতঃ শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনি করেন, শ্রীরাধা প্রীতিভরে তাহা শ্রবণ করিয়া প্রেমাপ্লুত হন; যদি কখনও শ্রীরাধাই বংশীধ্বনি করেন এবং তাহার শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমাপ্লুত হন, তাহাতেও তাঁহাদের চেষ্টার বৈপরীত্য—বিপরীত বিলাস—প্রকাশ পাইবে। যদি পরস্পরের সহিত মিলনের উৎকণ্ঠায় মিলিত হওয়ার পরে পরস্পরের সুখবর্দ্ধনের জন্য উৎকণ্ঠার আধিক্যবশতঃ, নিজেদের অজ্ঞাতসারে—কেবলমাত্র উৎকণ্ঠাধিক্যের প্রেরণাতেই ঐরূপ বৈপরীত্য ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলেই এই বৈপরীত্যকে পরমোৎকণ্ঠার একটী বিশেষ লক্ষণ বলা চলে, অন্যথা নয়। পরবর্ত্তী আলোচনায় বিষয়টী আরও পরিস্ফুট হইতে পারে।

একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। "প্রেমবিলাসের" অর্থাৎ প্রেমজনিত—আত্মসুখবাসনার গন্ধলেশহীন, প্রেমের বিষয়ের সুখৈকতাৎপর্য্যময় প্রেম হইতে উদ্ভূত, তাদৃশ প্রেমের প্রেরণায় সংঘটিত—"বিলাসের" কথাই বলা হইতেছে।

কাম-বিলাসের অর্থাৎ স্বসুখ-বাসনাদ্বারা প্রণোদিত বিলাসের কথা বলা হইতেছেনা; কাম-বিলাস হইতেছে পশুবৎ বিলাস, ইহার মহত্ত্ব কিছু নাই—ইহা বরং জুগুপ্সিত। "প্রেমবিলাস"-শব্দের অন্তর্ভূত "প্রেম"-শব্দেই কাম-বিলাস নিরসিত হইয়াছে।

(২)

বিলাসমাত্রৈক তন্ময়তাজনিত ভেদজ্ঞান-রাহিত্যেই যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমবিলাসের চরম-পরাকাষ্ঠা, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতমহাকাব্যে শ্রীল কবিকর্ণপূরও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"ততঃ স গীতং সরসালিপীতং বিদগ্ধয়ো র্নাগরয়োঃ পরস্য। প্রেম্নোঽতিকাষ্ঠাপ্রতিপাদনেন দ্বয়োঃ পরৈক্যং প্রতিপাদ্যবাদীৎ ॥—শ্রীল রামানন্দরায় বিদগ্ধ-নাগর-নাগরীর (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের) প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রতিপাদনপূর্ব্বক তদুভয়ের পরম-একত্ব সূচক একটী গীত বলিয়াছিলেন। ১৩।৪৫ ॥"

(৩)

বিলাসমাত্রৈক-তন্ময়তাজনিত বিপরীত বিলাস যে বিলাস-মহত্ত্বের চরম-পরাকাষ্ঠার পরিচায়ক, শ্রীজীব-গোস্বামীর গোপালচম্পূ গ্রন্থের পূর্ব্বচম্পূর "সর্ব্বমনোরথপূরণ"-নামক ৩৩শ পূরণ হইতেও তাহা বুঝা যায়। শ্রীজীব এই পূরণটীর নাম দিয়াছেন—সর্ব্বমনোরথ-পূরণ। ইহাতেই এই পূরণে বর্ণিত লীলার অপূর্ব্বত্ব এবং অসাধারণত্ব সূচিত হইতেছে। যাহা হইক, এই পূরণের প্রারম্ভেই লিখিত হইয়াছে—"তদেবং রামানুজস্য রমণীনামপ্যমুষাং দিনং দিনমপ্যনুপরমণং রমণমতীব জীবনসমতামবাপ ॥ ২ ॥—রামানুজ শ্রীকৃষ্ণের রমণীদিগের (শ্রীরাধিকাদি কৃষ্ণকান্তা ব্রজতরুণীদিগের) দিনের পর দিন অনুপরমণ (যাহার উপরমণ—উপরতি বা উপশান্তি নাই, এইরূপ) রমণও (বিলাসও) অতীব জীবন-সমতা লাভ করিয়াছিল। অর্থাৎ উপরতিহীন বিলাসই যেন তাঁহাদের জীবনের একমাত্র কার্য্যরূপে পরিণত হইয়াছিল। ব্রজতরুণীগণ দিনের পর দিন তাঁহাদের প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিলাসে নিরত আছেন, ইহার আর বিরতি নাই, বিলাস-বাসনা যেন কিছুতেই উপশান্ত হইতেছে না। দিনের পর দিন তাহা যেন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইতেছে। তৃষ্ণাশান্তিহীন কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময় বিলাসই যেন তাঁহাদের জীবনের ব্রত হইয়া দাঁড়াইয়াছে"।

রামানন্দরায় শ্রীকৃষ্ণের ধীরললিতত্ব বর্ণন-প্রসঙ্গে "নিরন্তর কামক্রীড়া যাঁহার চরিত ॥"—ইত্যাদি বাক্যে ব্রজসুন্দরীদিগের সেবা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের মনোরঞ্জনার্থ শ্রীকৃষ্ণের কেলিবাসনার উদ্দামতা এবং উপশান্তিহীনতার কথা প্রকাশ করিয়াছেন। আর এস্থলে শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত শ্রীরাধিকাদির কেলিবিলাস-বাসনার উদ্দামতা এবং উপশান্তিহীনতার কথা প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ নায়ক-নায়িকার প্রত্যেকের মধ্যেই যদি কেলিবিলাস-বাসনা সমানরূপে উদ্দামতা এবং তৃপ্তিহীনতা লাভ করে, নিজ-বিষয়ক অনুসন্ধানে সম্যক্রূপে জলাঞ্জলি দিয়া পরস্পরের সুখবিধানের জন্য প্রত্যেকের মনেই যদি সমানরূপে দুর্দ্দমনীয়া বলবতী লালসা জন্মে, তাহা হইলেই বিলাস-সুখের চরম-পরকাষ্ঠা সম্ভব হইতে পারে। কেবলমাত্র এক পক্ষের মধ্যেই যদি এইরূপ বাসনার উদ্দামতা থাকে, তাহাতে বিলাসের মহত্ত্ব প্রকাশ পাইতে পারে না। রামানন্দরায় কেবল শ্রীকৃষ্ণের কথাই বলিয়াছেন, শ্রীরাধার কথা কিছু বলেন নাই; তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই; বলিলেন—বিলাস-মহত্ত্বের আরও রহস্য আছে, রামানন্দ; তাহাই শুনিতে ইচ্ছা হয়; খুলিয়া বল। রামানন্দ একেবারে খুলিয়া বলিলেন না, ইঙ্গিতে বলিলেন।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের কেলিবিলাস-বাসনার উদ্দামতার তাৎপর্য্যসম্বন্ধে আরও দু'একটী কথা বলা দরকার। ইঁহারা কেহই নিজের সুখ চাহেন না। সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার জন্য কান্তাপ্রীতির মূর্ত্ত-বিগ্রহ শ্রীরাধা তাঁহার উচ্ছলিত প্রেমভাণ্ডার নিয়া শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে উপস্থিত—শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমরসনির্য্যাস পান করাইবার উদ্দেশ্যে। তাঁহার সেবাবাসনা উদ্দামতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যদি সেই সেবা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হন এবং শ্রীকৃষ্ণের সেবাগ্রহণ-বাসনাও যদি শ্রীরাধার সেবাবাসনার সমান উদ্দামতা লাভ করে, তাহা হইলেই শ্রীরাধার সেবা-

বাসনা সার্থকতা লাভ করিতে পারে। আবার শ্রীরাধার সেবা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের বাসনার মূলে যদি তাঁহার স্বসুখ-বাসনা লুক্কায়িত থাকে, তাহা হইলেও সেবাগ্রহণের কোনও মাহাত্ম্য থাকে না, শ্রীরাধার সেবাগ্রহণ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পূর্ণ ঔজ্জ্বল্যে মহীয়ান্ হইতে পারে না। বস্তুতঃ ব্রজসুন্দরীদিগের মধ্যে যেমন স্বসুখ-বাসনার ছায়ামাত্রও নাই, শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেও তেমনি নাই। তিনি যাহা কিছু করেন, সমস্তই তাঁহার শ্রীরাধিকাদি ভক্তবৃন্দের সুখের নিমিত্ত; একথা তিনি নিজমুখেই বলিয়াছেন। "মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ। পদ্মপুরাণ॥" বাস্তবিক, মহাভাববতী ব্রজসুন্দরীগণের প্রেমের এমনই এক অদ্ভুত প্রভাব যে, তাঁহাদের সেবাবাসনার উদ্দামতা শ্রীকৃষ্ণের চিত্তেও সেবাগ্রহণবাসনার উদ্দামতা জাগাইয়া তোলে। উভয় পক্ষের বাসনার উদ্দামতাতেই তাঁহাদের মিলন এবং বিলাসাদি মহামহিমময় হইয়া উঠে। অন্যান্য ব্রজসুন্দরী অপেক্ষা মাদনাখ্য-মহাভাববতী শ্রীরাধার সেবাবাসনার উদ্দামতাই সর্ব্বাতিশায়িনী, যেহেতু তাঁহার মধ্যেই কৃষ্ণপ্রেমের চরমতম বিকাশ। এবং তাঁহার সেবাবাসনার উদ্দামতাই শ্রীকৃষ্ণের মনেও সেবাগ্রহণ-বাসনার অনুরূপ উদ্দামতা জাগাইতে সমর্থ। তাই এই উভয়ের মিলনেই তাঁহাদের বিলাস-মহত্ত্বের চরমতম বিকাশের সম্ভাবনা। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্ত্বের এই চরমতম বিকাশের কথাই মহাপ্রভু জানিতে চাহিয়াছেন। "শুনিতে চাহিয়ে দোঁহার বিলাস-মহত্ত্ব।"

যাহা হউক, পূর্ব্বোল্লিখিত গোপালচম্পূবর্ণিত কেলিবিলাস-বাসনার অপরিতৃপ্তির ফলে তাঁহাদের মিলনোৎকণ্ঠা এতই অধিকরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, যদিও শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজসুন্দরীদিগের মিলন কখনও বিচ্ছিন্ন হইতেছিল না, তথাপি তাঁহাদের মিলন-স্পৃহা কখনও প্রশমিত হইত না; বাস্তব-মিলনও তাঁহাদের নিকট স্বাপ্নিক বলিয়া মনে হইত—পিপাসু ব্যক্তি স্বপ্নে জলপান করিলে যেমন তাহার পিপাসার উপশম হয় না, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজসুন্দরীদিগের বাস্তব-মিলনেও তাঁহাদের মিলন-স্পৃহা যেন কিঞ্চিন্মাত্রও প্রশমিত হইত না। "যদপি পরস্পরমিলনং হরিগোপীনাং চিরান্ন বিচ্ছিন্নম্। তদপি ন তৃষ্ণা শান্তা স্বাপ্নিকপানে যথা পিপাসূনাম্॥ গো, চ, পূ, ৩৩।৪॥"

উপশান্তিহীন কেলিবিলাস-বাসনার প্রেরণায় কিরূপ লীলা-প্রবাহে তাঁহারা প্রবাহিত হইয়া যাইতেন, শ্রীজীব তাহারও ইঙ্গিত দিয়াছেন। "অন্যোহন্যং রহসি প্রয়াতি মিলতি শ্লিষ্যত্যলং চুম্বতি। ক্রীড়ত্যুল্লসতি ব্রবীতি নিদিশত্যাভূষয়ত্যন্বহম্॥ গোপীকৃষ্ণযুগং মুহুর্বহুবিধং কিন্তু স্বয়ং নোহতে। শশ্বৎ কিং নু করোমি কিং ন্বকরবং কুর্ব্বীয় কিং বেত্ত্যপি॥ ৫॥—তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে লইয়া গোপনস্থানে যাইতেন, মিলিত হইতেন, পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেন, চুম্বন করিতেন, উল্লসিত করিতেন, রতিকথা বলিতেন, আমার বেশরচনা কর—এইরূপ আদেশ করিতেন এবং পরস্পর পরস্পরের বেশ রচনাও করিতেন। এইরূপে তাঁহারা পুনঃপুনঃ বহুবিধ কেলিবিলাসে নিরত থাকিতেন। কিন্তু বিলাস-বিষয়ে ঐকান্তিকী তন্ময়তাবশতঃ—কি করিতেছি, কি করিয়াছি, বা কি করিতে পারি—ইত্যাদিরূপ কোনও অনুসন্ধানই কখনও তাঁহাদের থাকিত না।"

উল্লিখিত শ্লোকের "অন্যোহন্যম্-শব্দ হইতেই জানা যায়, শ্লোকে উল্লিখিত আলিঙ্গন-চুম্বন-বেশরচনাবিষয়ে আদেশাদি-ব্যাপারে কখনও শ্রীকৃষ্ণই অগ্রণী হইতেন এবং কখনও বা শ্রীরাধিকাদিই অগ্রবর্ত্তিনী হইতেন—শ্রীকৃষ্ণও শ্রীরাধিকাদিকে আলিঙ্গন-চুম্বনাদি করিতেন, বেশরচনার জন্য আদেশ দিতেন, আবার কখনও বা শ্রীরাধিকাদিই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করিতেন। ইহাতেই তাঁহাদের বিলাসের বৈপরীত্য বা বিলাস-বিবর্ত্ত সূচিত হইয়াছে। কেই বা রমণ, আর কেই বা রমণী—কেই বা কান্ত, আর কেই বা কান্তা—বিলাসমাত্রৈক-তন্ময়তাবশতঃ এইরূপ ভেদজ্ঞানই তাঁহাদের লোপ পাইয়াছিল। ইহাই রায়রামানন্দের গীতের "না সো রমণ, না হাম রমণী"-বাক্যের মর্ম্ম। প্রেমবৃদ্ধির চরম-পরাকাষ্ঠাবশতঃ পরস্পর পরস্পরকে সুখী করার বাসনার উদ্দাম প্রেরণায় নায়ক-নায়িকা যখন কেলিবিলাসে প্রমত্ততা প্রাপ্ত হন, তখন তাঁহাদের চিত্ত উপরতিহীন কেলিবিলাস-বাসনার সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াই যেন অভিন্নত্ব লাভ করিয়া থাকে। ইহাই রায়রামানন্দের গীতের "দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি।"—বাক্যের তাৎপর্য্য। যতক্ষণ চিত্তের ভেদজ্ঞান থাকে, ততক্ষণই কে কান্ত এবং কে কান্তা—এই জ্ঞান বর্ত্তমান

থাকে; কিন্তু যেই মুহূর্ত্তে প্রেম-পরাকাষ্ঠাবশতঃ চিত্তের ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়, সেই মুহূর্ত্তেই কান্তাকান্তের ভেদ-জ্ঞানও তিরোহিত হইয়া যায়; তখন বর্ত্তমান থাকে একমাত্র বিলাস-সুখৈক-তন্ময়তা এবং প্রেমকেলি-বাসনার অতৃপ্তিই এই তন্ময়তাকে নিবিড়তম গাঢ়তা দান করিয়া থাকে।

উল্লিখিত "অন্যোঽন্যং রহসি"-ইত্যাদি শ্লোকোক্ত বিলাস-বৈপরীত্যের কথা শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তি হইতেও জানা যায়। রাসকেলি-বর্ণনাত্মক "এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ। সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ॥ ১০।৩৩।২৫॥"—এই শ্লোকের "অনুরতাবলাগণঃ" শব্দের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"রমণস্য কর্তৃত্বং স্বং তা গোপীশ্চ প্রাপয়ামাসেত্যাহ। অনু তদ্রমণানন্তরং রতা রমণকর্ত্তারঃ অবলাগণা অপি যত্র সঃ।—রমণকর্ত্তার স্বীয় কর্তৃত্ব সেই সমস্ত গোপীগণও পাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের রমণের পরে অবলাগণও রমণকর্ত্তা হইয়াছিলেন (এস্থলেই বিলাসের বৈপরীত্য সূচিত হইয়াছে)।" এই বিলাস বা রমণ বলিতে কি বুঝায়, তাহাও চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—"সিষেব" শব্দের টীকায়। "মহাপ্রসাদান্নং সেবতে ভক্ত ইতি বৎ। যতস্তে কামবিলাসা ন প্রাকৃতা জ্ঞেয়া।—ভক্ত যে ভাবে মহাপ্রসাদান্ন সেবা করেন, শ্রীকৃষ্ণ সে ভাবে কামবিলাস সেবা করিয়াছিলেন; যেহেতু, এসমস্ত কামবিলাস প্রাকৃত কামবিলাস নহে (ইহাদ্বারা পশুবৎ বিলাস নিরসিত হইয়াছে)।" এই বিলাস কি রকম, "আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ"-শব্দের টীকায় তাহা পরিস্ফুট করা হইয়াছে। "তদা চ ভগবতো রাত্রিন্দিবং তৎকেলিবিলাসৈকতানমনস্কমভূদিত্যাহ। আত্মনি মনসি অবরুদ্ধাঃ অবরুধ্য স্থাপিতাঃ সৌরতাঃ সুরতসম্বন্ধিনঃ ভাবহাববিব্বোককিলকিঞ্চিতাদয়ঃ বাম্যৌৎসুক্যহর্ষাদয়ঃ স্তম্ভস্বেদবৈবর্ণ্যাদয়ঃ দর্শনস্পর্শনাশ্লেষাদয়শ্চ যেন সঃ।—সেই সময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও কেলিবিলাসবিষয়ে একতানমনা—কেলিবিলাসৈক-তন্ময়তা প্রাপ্ত—হইয়াছিলেন। কিরূপে? সুরতসম্বন্ধীয় হাব, ভাব, বিব্বোক, কিলকিঞ্চিতাদি, বাম্য, ঔৎসুক্য, হর্ষাদি এবং স্তম্ভ, স্বেদ, বৈবর্ণ্যাদি—(অর্থাৎ স্বাত্ত্বিক ভাব এবং সঞ্চারি ভাবাদি) এবং দর্শন-স্পর্শন-আলিঙ্গনাদি ভাব সমূহকে মনে স্থাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করিয়াছিলেন।" ইহার পরে চক্রবর্ত্তিপাদ একটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—এই রমণ-ক্রীড়ায় সংলাপাদিরই বৈশিষ্ট্য। শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীও তাঁহার বৈষ্ণবতোষণীতে উক্তরূপ অর্থ করিয়া পরাশর-বৈশম্পায়নের একটী উক্তির উল্লেখপূর্ব্বক এইরূপ উপসংহার করিয়াছেন যে—শ্রীকৃষ্ণাদির কাম-পারবশ্য নাই বলিয়া সৌরত-শব্দের অন্যরূপ অর্থের প্রসিদ্ধি নাই। "স্মরপারবশ্যাভাবমাত্র-প্রতি-পাদনায়, সৌরতশব্দস্য ব্যাখ্যান্তরম্ অপ্রসিদ্ধম্ ইতি জ্ঞেয়ম্॥" শ্রীধরস্বামিপাদও লিখিয়াছেন—"এবমপি আত্মনি এব অবরুদ্ধঃ সৌরতঃ চরমধাতুঃ ন তু স্খলিতঃ যস্য ইতি কামজয়োক্তিঃ।—যাঁহার চরমধাতু স্খলিত হয় নাই; ইহাতে কামজয় সূচিত হইয়াছে।" উজ্জ্বলনীলমণির নায়কভেদ-প্রকরণের ১৬শ শ্লোকের টীকায় শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া শ্রীজীবগোস্বামীও উক্তরূপ অর্থই করিয়াছেন। "সৌরত-শব্দেন চ সুরতসম্বন্ধি-হাবভাবাদয় এব উচ্যন্তে। ধাতুবিশেষরূপস্য তদর্থস্য কুত্রাপি অশ্রুতত্বাচ্চ। তদেবমাত্মন্যবরুদ্ধেতি মনসি নিগূহিত-তদীয়তত্তদ্ভাব ইত্যেবার্থঃ।" এই আলোচনা হইতে বুঝা গেল, আলিঙ্গন-চুম্বনাদি এবং সংলাপাদিই হইতেছে বিলাস-ক্রীড়ার অঙ্গ, পশুবৎ ক্রিয়া নহে; বিলাস-বিবর্ত্তে এসমস্ত বিলাসাঙ্গেরই বৈপরীত্য।

যাহা হউক, উল্লিখিতরূপ পরস্পরের আলিঙ্গন-চুম্বনাদির কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীজীব বলিতেছেন—কি করিয়াছি, কি করিব—ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধান না থাকিলেও, পরমোৎকণ্ঠাবশতঃ একটী বিষয়ে তাঁহাদের অনুসন্ধান ছিল। সেই বিষয়টী হইতেছে এই যে—আলিঙ্গন-চুম্বনাদি জাগ্রতাবস্থায় হয় নাই, ইহা স্বপ্নাদিজনিত চিত্তবিভ্রম-মাত্র। "কিন্তু এতদেবোহত, তচ্চ এতন্ন হি জাগরস্থমপি তু স্বপ্নাদিচিত্তবিভ্রমঃ। ৭॥"—ইহাই উৎকণ্ঠা ও অতৃপ্তির চরম-পরাকাষ্ঠা।

উল্লিখিতরূপ কেলিবিলাসাদিসত্ত্বেও ব্রজসুন্দরীদিগের মনের ভাবনা কিরূপ, তাহাও শ্রীজীব বর্ণন করিয়াছেন। "তদনুভবেন চ তাসাং ভাবনেয়ম্। ৮। উৎপত্তিরক্ষ্ণোরভিতো ন সংফলা যাভ্যাং ন তস্যাদ্ভুতরূপমীক্ষিতম্। হা কর্ণয়োরপ্যলমর্থতা ন সা যাভ্যাং শ্রুতং নৈব হরেঃ সুভাষিতম্॥—যে নেত্রযুগল শ্রীকৃষ্ণের মধুর রূপ দর্শন করে নাই,

তাদের জন্মই বৃথা; যে শ্রবণযুগল তাঁহার মধুর বাক্য শ্রবণ করে নাই, তাদের জন্মও বৃথা। ৯॥ হা চক্ষুরাদীনি হরেঃ সমাগমে যন্ত্যাগমিষ্যন্ শ্রবণাদি কর্ম্ম চ। তদা ব্রজিষ্যন্ বিষয়ীণি নাপ্যমূন্যসূয়য়া ধিগ্ ব্যতিদূষয়মানতাম্॥ ১০॥—যদি শ্রীকৃষ্ণের সমাগমে আমাদের চক্ষুকর্ণাদি তাঁহার দর্শন-শ্রবণাদি লাভ করিতে পারিত, তাহা হইলে তাহারা পরস্পরের প্রতি অসূয়াপরবশ হইত—প্রতি ইন্দ্রিয়ই মনে করিত, তাহা অপেক্ষা অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণ শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যাদির অধিকতর অনুভব লাভ করিতেছে, তাই তাদের প্রতি অসূয়া জন্মিত।"

আবার কখনও বা শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সম্যকৃরূপে আলিঙ্গিত অবস্থাতেও তাঁহারা মনে করিতেন, শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁহাদের নিকট হইতে বহু দূরে অবস্থিত; ইহার কারণ এই যে, তাঁহাদের পরমগাঢ়তাপ্রাপ্ত উৎকণ্ঠা তাঁহাদের বাহ্যবৃত্তিকে যেন বিলুপ্ত করিয়া ফেলিত এবং তাঁহাদের দৃষ্টির সাক্ষাতে উপস্থিত কৃষ্ণের স্ফূর্ত্তিকেও যেন বিলুপ্ত করিয়া স্বপ্নবৎ প্রতীতি জন্মাইত। "সাঙ্গালিঙ্গনলঙ্গিমেঽঙ্গবলয়াসঙ্গেঽপি শার্ঙ্গী তদা গোপীনাং স্ফুরতি স্ম দূরগতয়া প্রেমাপগাপূরতঃ। যস্মাদুৎপুলকাকলাপবলনাবৃত্তিং বহির্লুম্পতী স্বপ্নাভাং দিশতী-সতীমপি দৃশি-স্ফূর্ত্তিং মুহুর্লুম্পতি॥ ১১॥" পরম-উৎকণ্ঠাবশতঃ সকল গোপীরই এইরূপ অবস্থা। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীরাধিকাই যখন প্রেমসম্পত্তিতে সর্ব্বপ্রধানা এবং ঐরূপ উৎকণ্ঠার হেতু যখন প্রেমেরই গাঢ়তা, তখন শ্রীরাধিকাতেই যে ঐ প্রেমোৎকণ্ঠা এক অনির্ব্বচনীয় চরম-পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল এবং তাঁহার প্রেম-প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণেরও তদনুরূপ বর্দ্ধিতোৎকণ্ঠা জন্মিয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। "শ্রীরাধায়াস্তু সুতরামনির্ব্বচনীয়মেব সর্ব্বং তৎপ্রথমতয়া মিথস্তন্মিথুনস্যাপি॥ ১২॥"

এইরূপ সর্ব্বাতিশায়িনী প্রেমোৎকণ্ঠাবশতঃ শ্রীরাধার যে প্রেমোন্মত্ততা জন্মিয়াছিল, তাহার ফলে—"রাধাঽজ্ঞানা-দসঙ্গে দনুজবিজয়িনঃ সঙ্গমারাদসঙ্গং সঙ্গে চৈবং সমন্তাদ্ গৃহসময়সুখস্বপ্নশীতাদিকানি। এতস্যা বৃত্তিরেষাজনি সপদি যদান্ধ্যদ্বিচিত্রং তদাসীৎ কান্তাকান্তস্বভাবোঽপ্যহহ যদনয়োর্বৈপরীত্যায় জজ্ঞে॥ ১৩॥—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত সংযোগেও অসংযোগ, অসংযোগেও সংযোগ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন; এবং এইরূপে গৃহ, সময়, সুখ, স্বপ্ন, শীতাদি সর্ব্ববিষয়েই বৈপরীত্য অনুভব করিতে লাগিলেন—অর্থাৎ গৃহকে বন এবং বনকে গৃহ, ক্ষণপরিমিত সময়কে কল্পপরিমিত এবং কল্পপরিমিত সময়কেও ক্ষণপরিমিত, নিদ্রাকে জাগরণ এবং জাগরণকে নিদ্রা, শীতকে উষ্ণ এবং উষ্ণকে শীত, সুখকে দুঃখ এবং দুঃখকে সুখ—ইত্যাদি অনুভব করিতে লাগিলেন। এইরূপই যখন শ্রীরাধার অবস্থা, তখন আর একটী অদ্ভুত মহা আশ্চর্য্যের বিষয় হইয়াছিল—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের কান্তাকান্ত-স্বভাবেরও বৈপরীত্য ঘটিয়াছিল—কান্তস্যাচরণং কান্তায়াং কান্তায়াঃ কান্তে এতদ্বৈপরীত্যং জজ্ঞে জাতম্—কান্তের (শ্রীকৃষ্ণের) আচরণ কান্তায় (শ্রীরাধায়) এবং কান্তার (শ্রীরাধার) আচরণ কান্তে (শ্রীকৃষ্ণে) পরিলক্ষিত হইয়াছিল।" এইরূপে রমণের রমণত্ব রমণীতে এবং রমণীর রমণীত্ব রমণে সঞ্চারিত হইয়াছিল। ইহাই বিলাসের বৈপরীত্য বা বিলাস-বিবর্ত্ত। রামানন্দরায়ের গীতোক্ত "না সো রমণ না হাম রমণী"—বাক্যের ইহাই তাৎপর্য্য।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই বিপরীত বিহার নায়ক-নায়িকার সঙ্কল্পপূর্ব্বক বা ইচ্ছাকৃত নহে। সঙ্কল্পপূর্ব্বক বিপরীত বিহারে প্রেমের গাঢ়তা প্রকাশ পায় না। পূর্ব্বোল্লিখিত বিপরীত-বিহারের বা বিলাস-বিবর্ত্তের হেতু হইতেছে, নায়ক-নায়িকার প্রেমের চরমোৎকর্ষবশতঃ পরস্পরের প্রীতিবিধানের নিমিত্ত চরম-পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত উৎকণ্ঠা—যাহা নায়ক-নায়িকার অবাধ এবং নিরবচ্ছিন্ন মিলনেও কিঞ্চিন্মাত্রও উপশম লাভ করে না, বরং উত্তরোত্তর প্রবল বেগে বর্দ্ধিতই হইতে থাকে। উত্তরোত্তর প্রবর্দ্ধিত এই প্রেমোৎকণ্ঠা পরস্পরের প্রীতিবিধানার্থ কেলি-বিলাস-বাসনাকে এবং কেলি-বিলাস-প্রচেষ্টাকেও সম্বর্দ্ধিত করিয়া বিলাসের এমন এক অনির্ব্বচনীয় তন্ময়তা জন্মাইয়া দেয়, যাহা তাঁহাদের (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের) ভেদজ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিয়া দেয় এবং তাঁহাদের চিত্তের একাত্মতা জন্মাইয়া উভয়ের চিত্তকেই বিলাসসুখৈক-তৎপরতাময় করিয়া তোলে। এতাদৃশী তৎপরতা হইতেই তাঁহাদের অজ্ঞাতসারেই বিলাসের বৈপরীত্য। এই বিলাস-বিবর্ত্ত হইল চরমোৎকর্ষতাপ্রাপ্ত প্রেমের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইতে জাত—পরস্পরের প্রীতিবিধানার্থ যে এক অনির্ব্বচনীয় এবং দুর্দ্দমনীয় উৎকণ্ঠা, তাহা হইতে উদ্ভূত বিলাস-সুখৈক-তন্ময়তার বহির্বিকাশ মাত্র। সংযোগে অসংযোগ, অসংযোগে সংযোগাদি যেমন পরমোৎকণ্ঠার বাহিরের লক্ষণ,

তদ্রূপ এই বিলাস-বিবর্ত্তও পরম-প্রেমোন্মত্ততাবশতঃ বিলাসসুখৈক-তন্ময়তারই একটা বাহিরের লক্ষণ। রায়রামানন্দ এই লক্ষণের দ্বারাই বস্তুর পরিচয় দিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার উদ্দিষ্ট বস্তু বিলাস-বৈপরীত্য মাত্রই নয়—বিলাস-বৈপরীত্যের হেতু যাহা তাহাই; প্রেম-বিলাসসুখৈক-তন্ময়তাই তাঁহার উদ্দিষ্ট বস্তু।

শ্রীরাধার প্রেমের এই অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যটী প্রকটিত করাইবার উদ্দেশ্যেই শ্রীমন্মহাপ্রভু রামানন্দরায়ের মুখে এই প্রেমের বিষয়-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য—তাঁহার অখিলরসামৃতমূর্ত্তিত্ব, শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্ত্তিধরত্ব, সাক্ষান্মন্মথমন্মথত্ব, অপ্রাকৃত-নবীন-মদনত্ব, আত্মপর্য্যন্ত-সর্ব্বচিত্তহরত্বাদি—প্রকটিত করাইয়াছেন। তারপর সেই প্রেমের আশ্রয় শ্রীরাধার বৈশিষ্ট্যও—তাঁহার মহাভাবস্বরূপত্ব, আনন্দচিন্ময়রসত্ব, দেহেন্দ্রিয়াদির প্রেমবিভাবিতত্ব, বিশুদ্ধ-কৃষ্ণপ্রেম-রত্নাকরত্ব, সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-সৌভাগ্যাদি—রায়রামানন্দের মুখে প্রকটিত করাইয়াছেন। এইরূপে প্রেমের বিষয় ও আশ্রয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করাইয়া—অখণ্ড-রসবল্লভ-শ্রীনন্দনন্দনের এবং অখণ্ড-রসবল্লভা শ্রীমতী ভানুনন্দিনীর—বিলাস-মহত্ত্ব প্রকটিত করাইবার জন্য রসঘন-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অভিপ্রায় জন্মিল। তাঁহারই ইঙ্গিতে এবং প্রেরণায় ভাগ্যবান্ রায়রামানন্দ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস-মহত্ত্ব বর্ণন করিতে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের ধীরললিতত্ব বর্ণন করিয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের পর্য্যবসান তাঁহার ধীরললিতত্বে এবং ইহাও জানাইলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ধীরললিত বলিয়া বিলাস-বৈচিত্রীর চরমোৎকর্ষতার উপযোগী গুণাবলী তাঁহাতে বিরাজিত। তারপরই তিনি নীরব হইলেন। নায়ক ও নায়িকা—উভয়কে নিয়াই বিলাস; সুতরাং কেবল নায়কে পরমোৎকর্ষতাপ্রাপ্ত বিলাসের উপযোগী গুণাবলী থাকিলেই বিলাস-মহত্ত্ব পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না; নায়িকাতেও তদনুরূপ গুণাবলী থাকার প্রয়োজন। কিন্তু নায়িকা শ্রীরাধাতে সে সমস্ত গুণ আছে কিনা এবং পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রীরাধার বৈশিষ্ট্যসমূহের পর্য্যবসান কোথায়, তাহা প্রকাশ না করিয়াই রসিক-ভক্তকুল-মুকুটমণি রায়রামানন্দ তাঁহার বক্তব্য যেন শেষ করিয়া দিলেন—এইরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন। অবশ্য শ্রীরাধার একটী গুণবৈশিষ্ট্যের কথা পূর্ব্বেই তিনি বলিয়াছেন—"শতকোটি গোপীতে নহে কাম নির্ব্বাপণ। তাহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ॥"—ইত্যাদি বাক্যে। ইহাও প্রভু শুনিলেন, শুনিয়া "প্রভু কহে যে লাগি আইলাম তোমা স্থানে। সেই সব রসবস্তুতত্ত্ব হৈল জ্ঞানে॥" কিন্তু তাতেও প্রভুর সাধ মিটে নাই; তাই পুনরায় বলিলেন—"আগে আর কিছু শুনিবার মন হয়।" ইহার পরেই শ্রীকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে শ্রীরাধার বৈশিষ্ট্যের কথাও রায় ব্যক্ত করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্যের পর্য্যবসান কোথায় তাহাও বলিলেন; কিন্তু শ্রীরাধার বৈশিষ্ট্যের পর্য্যবসানের কথা কিছু না বলিয়াই তিনি যেন নীরবতার আশ্রয় নিলেন। যদি কেহ বলেন—"শতকোটি গোপীতে নহে কামনির্ব্বাপণ"-ইত্যাদি বাক্যে পূর্ব্বেই তো শ্রীরাধার অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হইয়াছে, তদধিক বক্তব্য আর কি বাকী রহিল? উত্তরে বলা যায়—আরও বক্তব্য বাকী রহিয়াছে। "শতকোটি গোপীতে যাহা নাই শ্রীরাধাতে তাহা আছে," এই উক্তি দ্বারা শ্রীরাধার সর্ব্বাতিশায়ী প্রেমেরই ইঙ্গিত করা হইয়াছে; কিন্তু এই সর্ব্বাতিশায়ী প্রেম প্রেমবতীকে কোন্ অবস্থায় লইয়া যাইতে পারে, কি পরমোৎকর্ষ দান করিতে পারে, তাহা সম্যক্রূপে ব্যক্ত করা হয় নাই। বিলাস-মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তির পক্ষে নায়কের যেমন ধীরললিতত্বের প্রয়োজন, নায়িকার পক্ষেও স্বাধীনভর্ত্তৃকাত্বের প্রয়োজন। "স্বায়ত্তাসন্নদয়িতা ভবেৎ স্বাধীনভর্ত্তৃকা। উঃ নীঃ নায়িকা ৪৭॥" স্বাধীনভর্ত্তৃকা নায়িকাই নিঃসঙ্কোচে নায়ককে বলিতে পারেন—"রচয় কুচয়োঃ পত্রং চিত্রং কুরুষ্ব কপোলয়োর্ঘটয় জঘনে কাঞ্চীং মঞ্জুস্রজা কবরীভরম্। কলয় বলয়শ্রেণীং পাণৌ পদে কুরু নূপুরাবিতি।" প্রেমপরিপাকে এই স্বাধীনভর্ত্তৃকাত্ব যখন চরমতম গাঢ়তা লাভ করে, তখন কি অবস্থা হয়, শ্রীগোপালচম্পূর উক্তিতে তাহা দেখান হইয়াছে। এপর্য্যন্ত কিন্তু শ্রীরাধার স্বাধীনভর্ত্তৃকাত্ব-সম্বন্ধে—মাদনাখ্য-মহাভাবের অদ্ভুত প্রভাবে এই স্বাধীনভর্ত্তৃকাত্ব কোথায় গিয়া পর্য্যবসিত হইতে পারে, সে সম্বন্ধে রায়রামানন্দ বিশেষ কিছু বলেন নাই। এই অনির্ব্বচনীয় বৈশিষ্ট্য-সূচনার উপক্রমে, এক অপূর্ব্ব রহস্য-ভাণ্ডারের দ্বারদেশে আসিয়াই রায় যেন থমকিয়া দাঁড়াইলেন। ইহার পরে আরও অগ্রসর হওয়া প্রভুর অভিপ্রেত কিনা, তাহা জানিবার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় রায়রামানন্দের এই ভঙ্গী।

ব্যাপারটী পরম-রহস্যময়। অর্জ্জুনের নিকট সর্ব্বশেষ কথা শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ॥"—এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন, তাহাকেই তিনি "সর্ব্বগুহ্যতমং বচঃ"—বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অর্জ্জুনকে যে শরণাগতির কথা বলা হইল, তাহার পশ্চাতে দুইটী খুব বড় কথা রহিয়াছে—একটী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের আদেশ, আর একটী "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি"—এই পরম আশ্বাসের বাণী। সুতরাং এই শরণাগতি হইল বিচারপূর্ব্বিকা, স্বতঃপ্রবৃত্তা নহে। এস্থলে শরণাগতিও কেবল এক পক্ষের। কিন্তু ব্রজসুন্দরীগণ বেদধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম, স্বজন, আর্য্যপথাদি সমস্ত ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবার চরম ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন—কাহারও আদেশে নহে, স্বধর্ম্মাদিত্যাগের প্রত্যবায় হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার অনুকূল আশ্বাস কাহারও নিকট হইতে পাওয়ার পরেও নহে; কোনওরূপ বিচার-বিতর্ক-পূর্ব্বকও নহে। তাঁহাদের এই ত্যাগ—শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের জন্য বলবতী বাসনার প্রভাবে স্বতঃস্ফূর্ত্ত। "আত্মসুখ দুঃখ গোপীর নাহিক বিচার। কৃষ্ণসুখ-হেতু চেষ্টা মনোব্যবহার ॥ ১।৪।১৪৯ ॥" শ্রীকৃষ্ণের সেবার উদ্দেশ্যে সমস্তে জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়াছেন, তাঁহার "অশুল্কদাসিকা" হইয়াছেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থাও তদনুরূপ। তিনিও ব্রজসুন্দরীদিগের প্রীতিবিধানের বলবতী বাসনার প্রবল আকর্ষণে বেদধর্ম্মাদি ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছেন, তাঁহাদের শরণাপন্ন হইয়াছেন—দেহি পদপল্লবমুদারং পর্য্যন্ত বলিয়া। কোনও পক্ষের ত্যাগের মূলেই আত্মানুসন্ধান নাই, কাহারও প্ররোচনা নাই; শরণাগতিও পারস্পরিকী। যাঁহারা এই ভাবে পরস্পরের প্রীতিবিধানার্থই কেবলমাত্র প্রেমের স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতঃ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া পরস্পরের প্রীতিবিধানমূলক লীলাবিলাসে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের বিলাস-মহত্ত্বের কথা—গীতোক্ত "সর্ব্বগুহ্যতমং বচঃ"-অপেক্ষা যে কত কোটী কোটীগুণে গুহ্যতম, রসিক-ভক্তকুল-শিরোমণি রায়রামানন্দ তাহা জানিতেন; তাই ইহা প্রকাশ করা প্রভুর অভিপ্রেত কিনা, তাহা জানিবার জন্যই যেন তিনি একটু নীরব হইলেন। চতুর-চূড়ামণি প্রভুও বলিলেন—"এই হয়—আগে কহ আর ॥"

প্রেম যতই গাঢ়তা লাভ করে, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে তাঁহার সহিত মিলনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠাও ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে; সুতরাং উৎকণ্ঠার চরমোৎকর্ষতা দ্বারাই প্রেমপরিপাকেরও চরমোৎকর্ষতা প্রমাণিত হয়। মাদনাখ্যমহাভাববতী শ্রীরাধার মধ্যে যখন এই উৎকণ্ঠা চরম-পরাকাষ্ঠা লাভ করে, তখন তাহার প্রভাবে, শ্রীরাধার সহিত মিলনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠাও চরম-পরাকাষ্ঠাত্ব লাভ করিয়া থাকে। এতাদৃশী উৎকণ্ঠার সহিত তাঁহারা যখন পরস্পরের সহিত মিলিত হন, এবং পরস্পরের প্রীতিবিধানার্থ যখন কেলিবিলাসে রত হন, তখন চরম-পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত প্রেমের স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই তাঁহাদের উৎকণ্ঠা প্রশমিত না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইতে থাকে এবং তাহার ফলে, পরস্পরের প্রীতিবিধানের নিমিত্ত বাসনা ও চেষ্টার চরম-পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত তীব্রতায়—তাঁহাদের কান্তা-কান্তত্বের জ্ঞান পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়, উভয়ের সমগ্র-মনোবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীভূত হইয়া যায় প্রীতিবিধানের বাসনায়, কেলিবিলাস-সুখের চরম-প্রাকট্যের বাসনায়। এইরূপে, কান্তাকান্তত্বের বিস্মৃতিতে এবং তাহারই ফলে বিহারাদির বৈপরীত্যে যে প্রবৃদ্ধপ্রেম সূচিত হয়, তাহাই প্রেমবিকাশের চরমোৎকর্ষ। এইরূপ ভেদজ্ঞান-রাহিত্যেই যে প্রেমের চরমোৎকর্ষ সূচিত হয়, শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে মথুরার রাজসিংহাসনে সমাসীন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার দূতীর মুখে ব্যক্ত শ্রীরাধার উক্তিতে কবিকর্ণপূরও তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। "অহং কান্তা কান্তস্ত্বমিতি ন তদানীং মতিরভূৎ মনোবৃত্তির্লুপ্তা ত্বমহমিতি নো ধীরপি হতা। ভবান্ ভর্ত্তা ভার্য্যাহমিতি যদিদানীং ব্যবসিতি স্তথাপ্যস্মিন্ প্রাণঃ স্ফুরতি ননু চিত্রং কিমপরম্ ॥—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—তুমি যখন ব্রজে ছিলে, তখন মিলন-সময়ে, আমি তোমার কান্তা এবং তুমি আমার কান্ত—এইরূপ (ভেদ-) জ্ঞানই ছিলনা, তুমি ও আমি—এইরূপ (ভেদজ্ঞানমূলা) মনোবৃত্তিও তখন বিলুপ্ত হইয়াছিল। আজ তুমি ভর্ত্তা, আর আমি তোমার ভার্য্যা—এইরূপ বুদ্ধি আবার উদিত হইয়াছে; তথাপি এখনও আমার দেহে যে প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? (৭।১৬-১৭)"। দূতীর মুখে শ্রীরাধার এই

কথাগুলি শ্রীল রায়রামানন্দই শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছিলেন—এই ভাবেই কবিকর্ণপূর বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মিলন-সময়ে উভয়ের ভেদজ্ঞান-রাহিত্য দ্বারা প্রেমভক্তির যে চরম পরাকাষ্ঠা সূচিত হইয়াছে, তাহাই রায়রামানন্দ ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিলেন। প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তে ইহারই অভিব্যক্তি।

শ্রীলরামরায়ের গীতের মর্ম্ম এবং উল্লিখিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের উক্তির মর্ম্ম একই। নাটকের উক্তির প্রথমার্দ্ধের মর্ম্মই রামরায়ের গীতের "পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল। অনুদিন বাড়ল অবধি না গেল॥ না সো রমণ না হাম রমণী। দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি॥" এই—বাক্যাংশে ব্যক্ত হইয়াছে। এই বাক্যাংশেই প্রেমপরিপাকের চরম-পরাকাষ্ঠা—প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত—সূচিত হইয়াছে। নাটকের উক্তির দ্বিতীয়ার্দ্ধে এবং গীতের "অব সোই বিরাগ"—ইত্যাদি অংশে শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণবিরহ সূচিত হইয়াছে।

যাহা হউক, এস্থলে যে ভেদজ্ঞান-রাহিত্যের কথা বলা হইল, তাহা কিন্তু নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু জ্ঞানমার্গের সাধকের ভেদজ্ঞান-রাহিত্য নহে। জ্ঞানমার্গের সাধকের মতে—বৃহৎ আকাশের (পটাকাশের) কোনও অংশ একটী ঘটের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যেমন ঘটাকাশ রূপে অভিহিত হয়, তদ্রূপ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের অংশ অজ্ঞান বা মায়াদ্বারা আবৃত হইলেও জীব-নামে অভিহিত হয়; মায়াচ্ছন্ন ব্রহ্মই জীব। ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে ঘটমধ্যস্থিত আকাশ যেমন পটাকাশের সঙ্গে মিশিয়া যায়, তখন যেমন ঘটাকাশের পৃথক্ কোনও অস্তিত্বই থাকেনা; তদ্রূপ, মায়ার বা অজ্ঞানের আবরণ দূর হইয়া গেলেও শুদ্ধজীব নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের সঙ্গে মিশিয়া যায়, তখন আর ব্রহ্মের সহিত তাহার কোনও প্রভেদ থাকেনা, তাহার পৃথক্ কোন অস্তিত্বও থাকেনা। ইহাই নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু জ্ঞানমার্গের সাধকের ভেদরাহিত্য। প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যে ভেদরাহিত্যের কথা বলা হইয়াছে, তাহা এইরূপ নহে। শ্রীরাধা বা শ্রীকৃষ্ণ—এতদুভয়ের কেহই অজ্ঞানাবৃত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম নহেন। তাঁহারা অনাবৃত সবিশেষ ব্রহ্ম—তাঁহারা একই রসস্বরূপ—সশক্তিক আনন্দরূপ ব্রহ্ম। অনাবৃত সবিশেষ ব্রহ্ম বলিয়া তাঁহারা ঘটাকাশোপম অজ্ঞানাবৃত ব্রহ্মরূপ জীবের ন্যায় অনিত্য বস্তুও নহেন; তাঁহারা নিত্য, তাঁহাদের লীলাও নিত্য। লীলারস আস্বাদনের জন্যই স্বরূপতঃ এক হইয়াও অনাদিকাল হইতে তাঁহারা দুইরূপে বিদ্যমান। "রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ। লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ॥ ১।৪।৮৫॥ একাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ। ১।১।৫ শ্লো॥ (১।৪।৮৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত-প্রসঙ্গে তাঁহাদের দেহের ভেদরাহিত্যের কথাও বলা হয় নাই, তাঁহাদের ভাবের ভেদরাহিত্যের কথাই বলা হইয়াছে—একজনের মনে রমণের ভাব, অপর জনের মনে রমণীর ভাব—প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তে, এই রমণ-রমণী ভাবের পার্থক্যই বিলুপ্ত হইয়াছিল, "না সো রমণ, না হাম রমণী" ইত্যাদি বাক্যে, বা "অহং কান্তা কান্তস্ত্বমিত্যাদি" বাক্যে তাহাই সূচিত হইয়াছে। প্রেমের চরম-পরিপাকবশতঃ উভয়ের মন যেন একাত্মতা লাভ করিয়াছিল। "দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি।" মন এক হইয়া যাওয়াতে মনের ভাবও একরূপতা লাভ করিয়াছিল। পূর্ব্বে রমণের মনোভাব ছিল রমণীর সুখসম্পাদন এবং রমণীর মনোভাব ছিল রমণের সুখোৎপাদন। উভয়ের মন—সুতরাং মনোভাবও—যখন একরূপতা লাভ করিল, তখন কেবল সুখোৎপাদনই হইল উভয়ের সাধারণ মনোভাব; তাই তাঁহাদের বিলাস-সুখৈক-তন্ময়তা, বিলাস-সুখবিষয়েই উভয়ের চিত্তের একাত্মতা; এই তন্ময়তা ও একাত্মতা বশতঃই "কে রমণ, আর কে রমণী" এই বিষয়ে তাঁহাদের অনুসন্ধান-হীনতা, "ত্বমহমিতি নৌ ধীরপি তথা।" রমণ বা রমণী ইঁহাদের কেহই বিলুপ্ত হন নাই; কে রমণী, আর কে রমণ—এবিষয়ে অনুসন্ধানাত্মিকা বুদ্ধি বা মনোবৃত্তিই যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। "অহং কান্তা কান্ত স্ত্বমিতি ন তদানীং মতিরভূৎ মনোবৃত্তির্লুপ্তা।" ইহা প্রণয়েরই চরম-পরিপক্কতার ফল। প্রণয়ে কান্তের প্রাণ, মন, দেহ, বুদ্ধি, পরিচ্ছদাদির সহিত নিজের প্রাণ-মন-দেহাদির ঐক্যভাবনা জন্মে। (উ, নী, ম, স্থা, ৭৮ শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা টীকা ও লোচনরোচনী টীকা)। ইহাও ভাব-গত ঐক্য, বস্তুগত ঐক্য নহে। শ্রীকৃষ্ণের সহিত সুবলাদি সখাগণের গাঢ় প্রণয় ছিল; তাঁহাদের দেহ-মন-আদিরও ভিন্নতা ছিল; কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের দেহ-মন-আদিকে অভিন্ন বলিয়া মনে করিতেন—ভাবের অভিন্নতা, অভিন্ন-মননমাত্র। শ্রীরাধাতে

প্রণয়ের চরম-পরাকাষ্ঠা; সুতরাং এজাতীয় ঐক্যমননেরও পরাকাষ্ঠা। প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তেও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের দেহ যখন পৃথক্ ছিল, দেহস্থ মনও পৃথক্ ছিল; উভয়ের মনের ভাবই একরূপতা লাভ করিয়াছিল। সিদ্ধাবস্থায় জ্ঞানমার্গের সাধকের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকেনা, কোনওরূপ অনুভূতিও তাঁহার থাকেনা—যেহেতু চরম অবস্থায় জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান—এই তিনটীর কোনটীই জ্ঞানমার্গের সাধকের থাকেনা। কিন্তু প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে, বিলাস-সুখৈকতাৎপর্য্যময়ী অনুভূতিও থাকে; তখনও তাঁহাদের বিলাসচেষ্টা এবং বিলাস থাকে—ব্রহ্মস্বরূপপ্রাপ্ত জ্ঞানী সাধকের ন্যায় তাঁহারা নিশ্চেষ্টতা লাভ করেন না।

এক্ষণে মূলবিষয়সম্বন্ধে আর একটু আলোচনা করা যাইতেছে। প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিলাসের কথাই ব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীরাধা হইলেন মহাভাব-স্বরূপা; মহাভাবের চরমতম বিকাশই হইল মাদনাখ্য-মহাভাব—যাহা একমাত্র শ্রীরাধাতেই বিরাজিত; মহাভাবের যাহা বৈশিষ্ট্য, তাহার চরমতম বিকাশও এই মাদনেই। প্রেমের চরমতম বিকাশ যেখানে, সেখানেই প্রেমবিলাসেরও চরমতম বৈচিত্রীর অভিব্যক্তি, সেখানেই বিলাস-মহত্ত্বেরও চরমতম বিকাশ। রামানন্দরায়ের নিকটে মহাপ্রভুর শেষ প্রশ্ন ছিল—বিলাসমহত্ত্বসম্বন্ধে। "শুনিতে চাহিয়ে দোঁহার বিলাস-মহত্ত্ব।" রামানন্দরায়ের উত্তর পূর্ণতা লাভ করিয়াছে—প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত-সূচক "পহিলহি রাগ"-ইত্যাদি গীতে। এই গীত শুনার পরে বিলাস-মহত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রভু আর কোনও প্রশ্ন করেন নাই; বরং প্রভু বলিলেন—"সাধ্যবস্তু অবধি এই হয়। তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয়॥ ২।৮।১৫৭॥" এতক্ষণে সাধ্যবস্তু-তত্ত্ব জানিবার জন্য প্রভুর আকাঙ্ক্ষা চরমাতৃপ্তি লাভ করিয়াছে, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসমহত্ত্ব জানিবার বাসনাও সম্যক্‌রূপে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায়, প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তেই বিলাস-মহত্ত্বের চরমতম বিকাশ—সুতরাং প্রেমেরও চরমতম বিকাশ এবং মহাভাবের বৈশিষ্ট্যেরও চরমতম বিকাশ, অর্থাৎ মাদনাখ্য-মহাভাবেরও চরমতম বিকাশ।

মহাভাবের দুইটী বৈশিষ্ট্য হইতেছে—স্ব-সম্বেদ্যদশাত্ব এবং যাবদাশ্রয়বৃত্তিত্ব (২।২৩।৩৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। এই দুইটীই যে প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তে চরমতমরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহাই দেখান হইতেছে। অনুরাগ যখন স্ব-সম্বেদ্যদশা প্রাপ্ত হয়, সুদ্দীপ্তাদি সাত্ত্বিকভাব দ্বারা বাহিরে বিশেষরূপে প্রকাশিত হয় এবং যাবদাশ্রয়বৃত্তি হয়, তখনই তাহাকে ভাব বা মহাভাব বলে। "অনুরাগঃ স্বসম্বেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ। যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেৎ ভাব ইত্যভিধীয়তে॥ উ, নী, স্থা, ১০৯॥" সম্বেদন-শব্দের অর্থ সম্যক্‌রূপে জানা বা অনুভব করা। সম্বেদ্য—অর্থ অনুভবযোগ্য। স্ব-সম্বেদ্য অর্থ নিজের দ্বারা নিজের অনুভবের যোগ্য। অনুরাগের যে অবস্থাটী (বা দশাটী) অনুরাগের নিজের অনুভবযোগ্য, তাহাই তাহার স্ব-সম্বেদ্যদশা। এক্ষণে, অনুরাগদশার তিনটী স্বরূপ—ভাব, করণ ও কর্ম্ম। প্রথমে করণ ও কর্ম্ম স্বরূপের আলোচনা করিয়া পরে ভাবস্বরূপের আলোচনা করা হইতেছে। করণ অর্থ উপায়, যাহার সাহায্যে কোনও কাজ করা হয়, তাহাকে বলে করণ। সংবিদংশে অনুরাগদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যাদি আস্বাদন করা হয়। "প্রৌঢ় নির্ম্মল ভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম। কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনের কারণ ১।৪।৪৪॥" সুতরাং অনুরাগ হইল শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যাদি আস্বাদনের করণ। এই অনুরাগ যখন সর্ব্বোৎকর্ষ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যাদি সর্ব্বোৎকর্ষে আস্বাদনের হেতুরূপে অনুরাগোৎকর্ষ হইল করণ। তারপর, অনুরাগের কর্ম্মস্বরূপ। যাহা করা যায়, তাহাই কর্ম্ম। যাহা আস্বাদন করা যায়, তাহা আস্বাদনের কর্ম্ম। অনুরাগোৎকর্ষদ্বারা যেমন শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যাদি আস্বাদন করা যায়, তেমনি আবার শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যাদি আস্বাদনের দ্বারাও অনুরাগোৎকর্ষ অনুভব করা যায়। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—"গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণদরশন। সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটিগুণ॥ গোপিকাদর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়। তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী-আস্বাদয়॥ ১।৪।১৫৭-৫৮॥" গোপিকাদিগের এই যে আনন্দ, ইহাই কৃষ্ণমাধুর্য্য-আস্বাদনের প্রভাবে, স্বীয় অনুরাগোৎকর্ষের অনুভবরূপ আনন্দ। গোপীদিগের অনুরাগের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; আবার শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদনের প্রভাবে অনুরাগোৎকর্ষও অসমোর্দ্ধরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; ইহাই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীকৃষ্ণের কথায় প্রকাশ করিয়াছেন—"মন্মাধুর্য্য রাধাপ্রেম দোঁহে

হোড় করি। অন্যোন্যে বাঢ়য়ে কেহ মুখ নাহি মুড়ি॥ ১।৪।১২৪॥" এইরূপে, অনুরাগোৎকর্ষের যে অনুভব, তাহাই অনুরাগের কর্ম্ম-স্বরূপ। সর্ব্বশেষে অনুরাগের ভাব-স্বরূপ। ভাব-স্বরূপে এই অনুরাগোৎকর্ষ কেবলমাত্র অনুভব বা অনুভবের জ্ঞান—আনন্দাংশে শ্রীকৃষ্ণানুভবরূপ। অনুরাগের উৎকর্ষ-অবস্থায় যখন বলবতী উৎকণ্ঠার সহিত শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যাদি অনুভূত হয়, তখন মাধুর্য্যাদির আস্বাদনাধিক্যে আস্বাদক এতই তন্ময় হইয়া পড়েন যে, তাঁহার নিজের স্মৃতিও থাকেনা, আস্বাদ্য মাধুর্য্যাদির স্মৃতিও থাকেনা; থাকে কেবল আস্বাদন বা অনুভবের জ্ঞান। এই অবস্থায় অনুরাগোৎর্ষই যেন একমাত্র অনুভবে বা একমাত্র অনুভবের আনন্দে পর্য্যবসিত হয়। যেমন, রসগোল্লাতে অত্যন্ত লোভী ব্যক্তি সর্ব্বোৎকৃষ্ট রসগোল্লা পাইলে তাহা আস্বাদন করিয়া তাহার স্বাদুতায় এতই তন্ময় হইয়া পড়ে যে, তাহার আর নিজের কথাও মনে থাকেনা, রসগোল্লার কথাও মনে থাকেনা, মনে থাকে কেবল রসগোল্লা আস্বাদনের কথা, রসগোল্লার স্বাদুতার কথা। ইহাই অনুরাগোৎকর্ষের ভাবস্বরূপ। যে অবস্থায় ভাব, করণ ও কর্ম্ম স্বরূপে অনুরাগের পূর্ণতম অভিব্যক্তি এবং তাহাদের অনুভবেরও পূর্ণতম আনন্দ জন্মে, অনুরাগের সেই অবস্থাকেই স্ব-সম্বেদ্যদশা বলে। "স্বসম্বেদ্যদশাং প্রাপ্য···ইতি সুখত্রয়ং প্রাপয়েত্যর্থ আয়াতি। ইতি আনন্দচন্দ্রিকা॥" এস্থলে চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার আনন্দচন্দ্রিকাটীকায় অনুরাগোৎকর্ষের স্বসম্বেদ্যদশায় তিনটী সুখের কথা বলিয়াছেন—"সুখত্রয়ম্।" সেই তিনটী সুখ কি কি, তাহাও তিনি বলিয়াছেন—"অনুরাগঃ স্বসম্বেদ্যদশাং প্রাপ্য ইত্যুক্তে অনুরাগদশায়াঃ ভাবত্ব-করণত্ব-কর্ম্মকত্বানাং প্রাপ্তৌ সত্যাম্ অনুরাগোৎকর্ষোহয়ং শ্রীকৃষ্ণানুভবরূপঃ ইতি প্রথমং সুখম্। ততশ্চ প্রেমাদিভিরনুভবচরোহপি শ্রীকৃষ্ণঃ সম্প্রত্যনুরাগোৎকর্ষেণ অনুভূয়ত ইতি দ্বিতীয়ং সুখম্। ততশ্চ শ্রীকৃষ্ণানুভবেন অয়ং অনুরাগোৎকর্ষঃ অনুভূয়ত ইতি তৃতীয়ং সুখম্ ইতি সুখত্রয়ং প্রাপয়েত্যর্থ আয়াতি।" প্রথম সুখ হইল ভাবরূপে—শ্রীকৃষ্ণানুভবরূপ। দ্বিতীয় সুখ হইল করণরূপে—প্রেমাদিদ্বারা অনুভবযোগ্য শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রতি অনুরাগোৎকর্ষদ্বারা অনুভূত হইতেছেন। তৃতীয় সুখ হইল কর্ম্মরূপে—শ্রীকৃষ্ণানুভবদ্বারা অনুরাগোৎকর্ষের অনুভবরূপ সুখ। অনুরাগ হইল সম্বিৎসংযুক্তা হ্লাদিনীর বৃত্তি, তাই স্বয়ংই আস্বাদ্য। "বস্তুতঃ স্বয়মাস্বাদস্বরূপৈব রতিস্ত্বিয়ম্॥" প্রথমতঃ আনন্দাংশে বা হ্লাদাংশে স্বসংবেদরূপত্ব, তারপর সম্বিদংশে শ্রীকৃষ্ণাদিক-কর্ম্মসংবেদনরূপত্ব এবং তারপর হ্লাদিনী ও সম্বিৎ এতদুভয়ের যোগে স্বসম্বেদ্যরূপত্ব। অনুরাগের এই স্বসম্বেদ্যদশার চরমতম অভিব্যক্তি হয় মাদনে। সুতরাং মাদনে এই তিনটী সুখেরও চরমতম বিকাশ। ভাবস্বরূপের চরমতম বিকাশে আস্বাদকের স্মৃতি এবং আস্বাদ্যবস্তুর স্মৃতি সম্পূর্ণ রূপে প্রচ্ছন্ন হইয়া যায়—থাকে কেবলমাত্র আস্বাদন-সুখের অনুভব; ইহাই প্রেমবিলাস-বৈচিত্রীর বিলাসসুখৈকতন্ময়তা এবং তাহা হইতেই "না সো রমণ না হাম রমণী" এইরূপ ভাব।

তারপর অনুরাগের যাবদাশ্রয়বৃত্তিত্ব। আশ্রয় বলিতে অনুরাগের আশ্রয় বা ভিত্তি। প্রেমবিকাশে রাগের পরবর্ত্তী স্তরই হইল অনুরাগ; সুতরাং রাগই হইল অনুরাগের ভিত্তি বা আশ্রয়। "আশ্রয়শ্চাত্র রাগ এব, তমাশ্রিত্যৈব অনুরাগস্তাদৃশতাং প্রাপ্নোতি। শ্রীজীব।" যাবৎ-শব্দে ইয়ত্তা বা সীমা বুঝায়। "যাবদাশ্রয়মিতি ইয়ত্তায়ামব্যয়ীভাবঃ। শ্রীজীব।" বৃত্তি-শব্দের অর্থ সত্তা। অনুরাগ বর্দ্ধিত হইয়া যখন রাগ-বিকাশের চরমসীমান্তপর্য্যন্ত পৌঁছায়, তখনই অনুরাগ যাবদাশ্রয়বৃত্তিত্ব লাভ করে। বলা হইল—অনুরাগের ভিত্তি হইল রাগ; রাগের ভিত্তি কিন্তু আবার প্রণয়; যেহেতু, প্রেমবিকাশে প্রণয়ের পরবর্ত্তী স্তরই হইল রাগ। সুতরাং যেস্থলে রাগবিকাশের চরমসীমা, সেস্থলে প্রণয়বিকাশের—অর্থাৎ দেহ-মন-আদির ঐক্যমননেরও—চরমসীমা। সুতরাং মাদনাখ্য-মহাভাবে—এবং তজ্জন্য প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তেও—শ্রীরাধাকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের ও নিজের দেহ-মন-আদির ঐক্যমননের চরম-পরাকাষ্ঠা। "তুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি"-বাক্যে তাহাই সূচিত হইয়াছে। তাঁহাদের মনোভাবের একাত্মতা—বিলাসমাত্রৈক-তন্ময়তাতেই তাহার অভিব্যক্তি।

প্রেমের গাঢ়তা যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, সেবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হওয়ার নিমিত্ত উৎকণ্ঠাও ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মাদনাখ্য-মহাভাবে প্রেমের গাঢ়তার চরম-পরাকাষ্ঠা বলিয়া মাদনেই উৎকণ্ঠারও চরম-পরাকাষ্ঠা। এই চরম-পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত ঔৎকণ্ঠ্যবশতঃ শ্রীরাধিকা কিরূপে শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিরবচ্ছিন্ন মিলনকেও

স্বাপ্নিকবৎ মনে করিতেন, (স্বাধীনভর্ত্তৃকাত্বের চরমতমবিকাশে) কিরূপে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে নিভৃতস্থানে লইয়া গিয়া আলিঙ্গন-চুম্বনাদি করিতেন এবং বেশরচনাদির জন্য তাঁহাকে আদেশ দিতেন, কিরূপে বিলাসাদি-বিষয়ব্যতীত অন্য সমস্ত বিষয়ে তাঁহার বুদ্ধি বিলুপ্তপ্রায় হইত, বিহারাদিতে কিরূপে বৈপরীত্য জন্মিত, পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রীশ্রীগোপাল-চম্পূর উক্তি হইতে তাহা জানা গিয়াছে।— শ্রীশ্রীগোপালচম্পূর উক্তি হইতে আরও জানা গিয়াছে—শ্রীকৃষ্ণের রূপাদি-দর্শনের সময়েও দর্শনাভাব মনে করিয়া শ্রীরাধিকাদি চক্ষুর অসাফল্যের এবং তাঁহার কথা-আদি শ্রবণের সময়েও শ্রবণাভাব মনে করিয়া কর্ণের অসাফল্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। স্বয়ং শ্রীরাধার এইরূপ ভাবের পরাকাষ্ঠার কথাও চম্পূ বলিয়াছেন। মিলনে যে এই মিলনাভাবের ভাব, বিরহের ভাব, ইহাও মাদনেরই এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য। "যদাতু মাদনাখ্যঃ স্থায়ী স্বয়মুদয়তে তৎক্ষণ এব চুম্বনালিঙ্গনাদি-সম্ভোগানুভবমধ্য এব বিবিধং বিয়োগানুভব ইত্যেকস্মিন্নেব প্রকাশে প্রকাশদ্বয়-ধর্ম্মানুভবঃ স চ বিলক্ষণরূপ এবেতি। উ, নী, স্থা-১৬০-শ্লোকের আনন্দ-চন্দ্রিকা টীকা॥" সম্ভোগসময়েও পরম-উৎকণ্ঠাবশতঃই এইরূপ বিচিত্র ব্যাপার সম্ভব হয়। "সহস্রধা সম্ভোগকালে সহস্রধা এব উৎকণ্ঠা ইত্যদ্ভুতমেব। উক্ত টীকা॥" এসমস্ত হইতে বুঝা যাইতেছে—প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তও মাদনেরই একটী অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য।

পূর্ব্বে বিবর্ত্ত-শব্দের তিনটী অর্থের কথা বলা হইয়াছে—ভ্রান্তি, বৈপরীত্য এবং পরিপক্কতা। উল্লিখিত আলোচনায় তিনটী অর্থই গৃহীত হইয়াছে—প্রেমের চরম-পরিপক্কতাজনিত চরমপরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত উৎকণ্ঠাবশতঃ বিলাসাদিতে বৈপরীত্য এবং বাস্তব-মিলনেও স্বাপ্নিক প্রতীতিরূপ ভ্রান্তি প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া।

(৪)

মাদনেই যে বিলাস-মাহাত্ম্যের চরম-পরাকাষ্ঠা, মাদনের লক্ষণগুলির আলোচনাদ্বারাও তাহা বুঝাযায়। মাদনে মহাভাবের সাধারণ লক্ষণগুলিতো আছেই তদতিরিক্ত কয়েকটী বিশেষ লক্ষণও আছে। বিশেষ লক্ষণগুলি হইতেছে এই—(১) মাদন সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী, (২) ইহা একমাত্র শ্রীরাধাতেই আছে, "সর্ব্ব-ভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ। রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥ উ, নী স্থা, ১৫৫।"; (৩) সম্ভোগেই মাদনের উদয়, বিপ্রলম্ভে বা বিয়োগে মাদনের উদয় হয় না ; কিন্তু (৪) সম্ভোগসময়েই চুম্বনালিঙ্গনাদি-সম্ভোগসুখের অনুভবমধ্যেই বহুবিধ বিয়োগদুঃখের অনুভব হয় ; (৫) মাদনে আলিঙ্গন-চুম্বনাদি অসংখ্যলীলার যুগপৎ-সাক্ষাৎ অনুভূতি জন্মিয়া থাকে—স্ফূর্ত্তিদ্বারাও নহে, কায়ব্যূহদ্বারাও নহে—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সাক্ষাদ্ভাবে আলিঙ্গন-চুম্বনাদি অসংখ্যপ্রকার সম্ভোগাত্মিকা লীলার আনন্দ, মাদনের উদয়ে, শ্রীরাধা একই সময়ে অনুভব করেন। "যোগ এব ভবদেষ বিচিত্র কোঽপি মাদনঃ। যদ্বিলাসাবিরাজন্তে নিত্যলীলাঃ সহস্রশঃ॥ উ, নী, স্থা, ১৬০॥ যোগে সম্ভোগে এব নতু বিপ্রলম্ভে। সহস্রাদিশব্দানামসংখ্যাত্ব এব তাৎপর্য্যাৎ সহস্রধা অসংখ্যপ্রকারা নিত্যাঃ প্রতিক্ষণভবা লীলা আলিঙ্গন-চুম্বনাদ্যা যস্য মাদনস্য বিলাসাঃ কার্য্যাঃ অনুভাবা ইতি যাবৎ। বিশেষেণ রাজন্তে তস্যাঃ প্রত্যক্ষতয়া প্রকটী ভবন্তীতি স্ফূর্ত্তিতো বৈলক্ষণ্যং দর্শিতম্। যদাতু মাদনাখ্যঃ স্থায়ী স্বয়মুদয়তে তৎক্ষণ এব চুম্বনালিঙ্গনাদি-সম্ভোগানুভবমধ্য এব বিবিধঃ বিয়োগানুভব ইতি একস্মিন্ এব প্রকাশে প্রকাশদ্বয়-ধর্ম্মানুভবঃ স চ বিলক্ষণরূপ এবেতি।—আনন্দচন্দ্রিকা টীকা॥" সম্ভোগানন্দে মত্ততা জন্মায় বলিয়াই ইহার নাম মাদন।

এক্ষণে এই লক্ষণগুলির আলোচনা করা যাউক। প্রথমতঃ, সর্ব্বভাবোদ্গামাল্লাসিত্ব। মাদনে সমস্তভাবই যুগপৎ উদিত হইয়া বিশেষরূপে উল্লাস প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বভাব বলিতে প্রেমের বা ভাবাদির যত রকমের বৈচিত্রী আছে, তৎসমস্তকে বুঝায়। রতি হইতে আরম্ভ করিয়া মহাভাব পর্য্যন্ত—রতি, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব এই—সমস্ত প্রেমবৈচিত্রীই তাহাদের সমস্ত অনুভাব বা বিক্রিয়ার সহিত একই সময়ে অত্যুজ্জ্বলরূপে মাদনে অভিব্যক্ত হয়। মাদন হইল প্রেমের পূর্ণরূপ বা স্বয়ংপ্রেম। রতি-স্নেহাদি প্রেমবৈচিত্রী তাহার অংশ-স্বরূপ। স্বয়ংভগবানের আবির্ভাবকালে তাঁহার অংশবিগ্রহ সমস্ত-ভগবৎ-স্বরূপই যেমন তাঁহারই শ্রীবিগ্রহে আসিয়া আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ স্বয়ংপ্রেমরূপ মাদনের অভ্যুদয়েও তাহার অংশতুল্য সমস্ত প্রেমবৈচিত্রীই তাহারই মধ্যে—

মাদনেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া—অভ্যুদয় লাভ করে। এক্ষণে ভাববৈচিত্রী। কান্তাভাবের অনন্তবৈচিত্রী ; শ্রীরাধাতেই সমস্ত বৈচিত্রীর সমাহার ; শ্রীরাধাই অনন্ত-কান্তাভাব-বৈচিত্রীর মূর্ত্তরূপ—কান্তাভাবের স্বয়ংরূপ, অখিল-কান্তাভাব-বিগ্রহ। অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেমন অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপরূপে অনাদিকাল হইতে বিরাজিত, এসমস্ত অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপ যেমন তাঁহার অনন্ত রসবৈচিত্রীরই অনন্তপ্রকাশ ; তদ্রূপ, শ্রীকৃষ্ণকে অনন্ত-কান্তারস-বৈচিত্রী পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আস্বাদন করাইবার উদ্দেশ্যে লক্ষ্মী-মহিষী-ব্রজদেবী প্রভৃতি অনন্ত কৃষ্ণকান্তারূপে অখিল-কান্তাভাববিগ্রহরূপা শ্রীরাধাই অনাদিকাল হইতে বিরাজিত। এসমস্ত অনন্ত কৃষ্ণকান্তাও তদ্রূপ তাঁহার অনন্ত কান্তাভাব-বৈচিত্রীরই অনন্ত প্রকাশ। "অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার। অংশিনী রাধা হৈতে তিন গণের বিস্তার॥ ১।৪।৬৬॥ আকার-স্বভাবভেদে ব্রজদেবীগণ। কায়ব্যূহরূপ তাঁর রসের কারণ॥ বহুকান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস। লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ॥ তার মধ্যে ব্রজে নানাভাব রসভেদে। কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক লীলাস্বাদে॥ ১।৪।৬৮-৭০॥" কান্তাপ্রেমের মূল উৎস বা স্বয়ংরূপ হইল প্রেমের গাঢ়তম বা পরিপক্কতমরূপ মাদন। তাই অখিল-কান্তাভাব-বিগ্রহরূপা শ্রীরাধাকে মহাভাব-স্বরূপা বা মাদনাখ্য-মহাভাব-স্বরূপা বলা হয়। ব্রজদেবী আদি কৃষ্ণকান্তাগণ হইলেন কান্তাভাবসমষ্টিরূপ মাদনেরই অনন্তবৈচিত্রীর অনন্ত প্রকাশ। স্বয়ংভগবানের আবির্ভাবে যেমন তাঁহার অনন্ত-রসবৈচিত্রীর প্রকাশরূপ অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ তাঁহারই মধ্যে আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ, স্বয়ংকান্তাভাবরূপ মাদনের অভ্যুদয়েও অনন্ত কৃষ্ণকান্তানিষ্ঠ অনন্ত-কান্তাভাব-বৈচিত্রীও মাদনের সঙ্গে আসিয়া সম্মিলিত হয়। নিষ্কর্ষার্থ এই যে—শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে শ্রীরাধার মধ্যে যখন মাদনাখ্য-মহাভাবের উদয় হয়, তখন অনন্ত ব্রজদেবীগণের মধ্যে যে অনন্ত কান্তাভাব-বৈচিত্রী আছে, তৎসমস্ত বৈচিত্রীও শ্রীরাধার মধ্যে উল্লাসপ্রাপ্ত হইয়া মধুর-রসের অনন্ত-বৈচিত্রীকে উল্লসিত—তরঙ্গায়িত—করিয়া তোলে। বিভিন্ন কান্তার যে সমস্ত বিভিন্নভাব রসের বৈচিত্রী সম্পাদন করে, তাহারাও তখন শ্রীরাধার মধ্যে উল্লাসপ্রাপ্ত হয়। এইরূপে, প্রেমবিকাশের অশেষ-বৈচিত্রী, কান্তাভাবের অনন্ত-বৈচিত্রী, কৃষ্ণকান্তাগণের অনন্তভাববৈচিত্রী সমস্তই শ্রীরাধার চিত্তে আবির্ভূত হইয়া সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে এবং কান্তারসের অনন্ত-বৈচিত্রীর প্রত্যেক বৈচিত্রীকেই উত্তাল-তরঙ্গে তরঙ্গায়িত করিয়া তোলে।

সম্ভোগকালেই মাদনের উদয়। সম্ভোগেরও আবার অশেষ বৈচিত্রী—আলিঙ্গন, চুম্বন, সলালস-স্পর্শ বেশ-রচনা ; মকরীচিত্রাঙ্কনাদি, সম্প্রয়োগাদি। ইহাদের যে কোনও এক রকমের সম্ভোগেই সমস্ত সম্ভোগবৈচিত্রীর সুখানুভব একই সময়ে একই সঙ্গে হইয়া থাকে এবং পূর্ব্বোল্লিখিত অনন্ত-কান্তারস-বৈচিত্রীর অনুভবও একই সময়ে হইয়া থাকে—যাহার ফলে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ আনন্দোন্মত্ততা প্রাপ্ত হইয়া ঐ সুখাস্বাদন-তন্ময়তা লাভ করিয়া থাকেন। আরও একটী অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য এই যে, অনন্তরূপে অনন্ত মধুর-রসবৈচিত্রী আস্বাদন করা সত্ত্বেও প্রেমপরাকাষ্ঠার স্বাভাবিক ধর্ম্মবশতঃই যে উপরতিহীন পরমোৎকণ্ঠার অভ্যুদয় হয়, তাহারই ফলে সম্ভোগরস-আস্বাদন-সময়েই নানাবিধ বিয়োগজনিতভাবের উদয় হইয়া থাকে—সম্ভবতঃ নিত্য-নবনবায়মান আস্বাদন-চমৎকারিত্বের অক্ষুণ্ণতা রক্ষার জন্যই মাদনের এই অদ্ভুত ধর্ম্মের অভিব্যক্তি। তাহারই ফলে উৎকণ্ঠা আরও সমধিকরূপে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং বিলাস-সুখচেষ্টৈকতন্ময়তা আরও নিবিড়তা লাভ করিতে থাকে। নিবিড় তন্ময়তার ফলে শ্রীরাধার রমণ-রমণীত্বের জ্ঞানও—অনুভূতিও বিলুপ্ত হইয়া যায়, অনুভূতি থাকে একমাত্র বিলাসসুখের। ইহা মহাভাবের রূঢ়াখ্য বৃত্তিরই চরম বিকাশের প্রভাব। রূঢ়-মহাভাবের একটী লক্ষণ হইতেছে—মূর্চ্ছাদির অভাবেও সমস্ত ভুলিয়া যাওয়া—"মোহাদ্যভাবেঽপি সর্ব্ববিস্মরণম্।" উ, নী, স্থা, ১২১॥ মোহো মূর্চ্ছা আদিশব্দাদাবেগবিষাদাদ্যাঃ। সর্ব্বেষামহন্তাস্পদেদন্তাস্পদানাং বিস্মরণং তত্র হেতুর্মমতাস্পদস্য শ্রীকৃষ্ণরূপগুণাদেস্তু স্মৃত্যতিশয় এব জ্ঞেয়ঃ॥—আনন্দচন্দ্র টীকা।" শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণাদির, শ্রীকৃষ্ণসঙ্গে বিলাসাদিজনিতসুখের—স্মৃতির আতিশয্যবশতঃ রূঢ়-মহাভাববতীগণ "আমি, ইহা—কিম্বা, আমার, ইহার"—ইত্যাদি সমস্ত বিস্মৃত হইয়া যায়েন। মাদনে রূঢ়মহাভাবের এই লক্ষণটীরও চরমতমবিকাশ ; সুতরাং উক্তরূপ বিস্মৃতিরও চরমতম বিকাশ। তাই

বিলাসসুখ-তন্ময়তাবশতঃ শ্রীরাধা নিজের এবং কৃষ্ণের কথাও ভুলিয়া গেলেন, রমণ-রমণীত্বের অনুভূতিও তাঁহার বিলুপ্ত হইয়া গেল ; রহিল কেবল বিলাস-সুখের অনুভূতি।

রূঢ়-মহাভাবের আর একটী লক্ষণ হইতেছে—আসন্নজনতা-হৃদ্‌বিলোড়নম্ ; এই রূঢ়-ভাব উদিত হইলে যাঁহারা নিকটে থাকেন, তাঁহাদের চিত্তেও ইহার প্রভাব বিস্তারিত হইয়া তাঁহাদের চিত্তকেও আলোড়িত করিয়া থাকে। মাদনে, অন্যান্য সমস্ত লক্ষণের ন্যায় এই লক্ষণেরও চরম-বিকাশ। শ্রীরাধার চিত্তে যখন মাদনের উদয় হয়, তখন তাঁহার নিকটবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণের চিত্তেও ইহার প্রভাব সঞ্চারিত হয়। তাই গোপালচম্পূতে শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"শ্রীরাধায়াস্তু সুতরাম্ অনির্ব্বচনীয়মেব সর্ব্বং তৎপ্রথমতয়া মিথস্তন্মিথুনস্যাপি॥ পূ, ৩৩।২॥—(উৎকণ্ঠারাশির অভ্যুদয়ে বাহ্যবৃত্তি বিলুপ্ত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিবিড়ভাবে আলিঙ্গিত থাকাসত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট হইতে বহুদূরে অবস্থিত আছেন—এরূপ মিলনেও অমিলনের ভাবরূপ) অনির্ব্বচনীয় ব্যাপার প্রথমে শ্রীরাধার মধ্যেই প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহার পরে শ্রীকৃষ্ণেও তাহা সঞ্চারিত হইয়াছে। ইহাতে বাস্তব-বিরহের অভাবেও সম্ভোগকালে বিরহের স্ফূর্ত্তির কথা জানা যায়।

বাস্তব বিরহের অভাবেও সম্ভোগকাল বিরহের অনুভূতি একদিকে যেমন উৎকণ্ঠার বৃদ্ধি সাধিত করে, অপর দিকে আবার সম্ভোগসুখের আস্বাদন-চমৎকারিত্বেরও প্রতিমুহূর্ত্তে নব-নবায়মানতা বর্দ্ধিত করিতে থাকে। এইরূপ ক্রমবর্দ্ধমান ঔৎকণ্ঠ্য এবং আস্বাদন-চমৎকারিত্বের নব-নবায়মানত্ব আলিঙ্গন-চুম্বনাদি অনন্ত সম্ভোগ-বৈচিত্রীর এবং অনন্ত মধুর-রসবৈচিত্রীর যুগপৎ-আস্বাদন-মাধুর্য্যকে এক অনির্ব্বচনীয় অপূর্ব্বতা দান করিয়া থাকে। ইহাতেই বিলাস-সুখের চরম-পর্য্যবসান, বিলাস-মহত্ত্বের চরম বিকাশ, প্রেমবিলাস-পরিপক্কতার বা প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের পরাকাষ্ঠা। মাদন ব্যতীত অন্য কোনও ভাবেই অনন্ত মধুর-রসবৈচিত্রীর এবং অনন্ত সম্ভোগ-বৈচিত্রীরও যুগপৎ আস্বাদন নাই এবং সম্ভোগসুখের সঙ্গে সঙ্গে বিরহভাবের মিশ্রণজনিত উৎকণ্ঠার এবং আস্বাদন-চমৎকারিত্বের ক্রমবর্দ্ধমান নব-নবায়মানত্বও নাই।

শ্রীল রায়রামানন্দের গীতটীতে যে মাদনাখ্য-মহাভাবের রূপটীই প্রকটিত হইয়াছে, গীতের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তাহা প্রদর্শিত হইবে (মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

(৫)

যাহা হউক, রামানন্দরায়ের মুখে প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত-দ্যোতক গানটী শুনিয়া "প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল॥" কিন্তু কেন ?

এ সম্বন্ধে কবিকর্ণপূর তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে লিখিয়াছেন—"ধৃতফণ ইব ভোগী গারুড়ীয়স্য গানং তদুদিতমতিতৃপ্ত্যাকর্ণয়ন্ সাবধানঃ। ব্যধিকরণতয়া বা আনন্দ-বৈবশ্যতো বা প্রভুরপি করপদ্মেনাস্যমস্যাহপধত্ত॥—(নাহং কান্তা কান্তস্ত্বমিতি ন তদানীং মতিরভূৎ-ইত্যাদি কথা যখন রামানন্দরায় বলিতেছিলেন, তখন) ফণা ধরিয়া সাপ যেমন সাপুড়িয়ার গান শুনে, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও তেমনি সাবহিত হইয়া অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত শ্রীল রামানন্দরায়ের উক্তি শ্রবণ করিলেন। তাহার পরে—হয়তো বা ঐরূপ উক্তির অন্তর্নিহিত ভাব প্রকাশের সময় তখনও হয় নাই, এইরূপ মনে করিয়া, অথবা, হয়তো আনন্দ-বিবশতাবশতঃই—স্বীয় করকমলদ্বারা প্রভু রামানন্দরায়ের মুখ আচ্ছাদিত করিলেন।"

কবিকর্ণপূর তাঁহার নাটকে এসম্বন্ধে আরও লিখিয়াছেন—"নিরুপাধি হি প্রেম কথঞ্চিদপি উপাধিং ন সহতে ইতি পূর্ব্বার্দ্ধে ভগবতোঃ কৃষ্ণরাধয়োরনুপাধিপ্রেম শ্রুত্বা তদেব পুরুষার্থীকৃতং ভগবতা মুখপিধানঞ্চাস্য তদ্রহস্যত্ব-প্রকাশকম্॥ ৭।১৭॥—নিরুপাধি (কপটতাহীন) সুনির্ম্মল প্রেম কখনও উপাধি (বা কপটতা) সহ্য করিতে পারে না। এজন্য (নাহং কান্তা কান্তস্ত্বমিতি বাক্যের) প্রথমার্দ্ধে শ্রীরাধামাধবের সুবিশুদ্ধ প্রেমের কথা শুনিয়া প্রভু তাহাকেই পরম-পুরুষার্থরূপে স্থির করিয়া রামানন্দরায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন। পরম-পুরুষার্থসূচক ঐ প্রথমার্দ্ধের বাক্য যে পরম-রহস্যময়, প্রভুকর্ত্তৃক রামানন্দরায়ের মুখাচ্ছাদনেই তাহা সূচিত হইতেছে।"

প্রভুকর্ত্তৃক রায়রামানন্দের মুখাচ্ছাদন-সম্বন্ধে কবিকর্ণপূর দুইটী হেতুর উল্লেখ করিয়াছেন। একটী হেতু হইল—প্রভুর আনন্দ-বৈবশ্য। ভগবান্ সম্বন্ধে কোনও রহস্যের কথা খুলিয়া বলিলেও সাধারণ লোক তাহা বুঝিতে পারে না। কিন্তু যাঁহাদের চিত্ত বিশুদ্ধ-প্রেমোজ্জ্বল, রহস্যের উদ্দীপক কোনও বস্তু দেখিলেও তাঁহারা সেই রহস্যটী যে কেবল বুঝিতে পারেন, তাহাই নয়, রহস্যটীর উপলব্ধিও তাঁহারা লাভ করিতে পারেন। তাই নবমেঘের বা নবমেঘস্থ ইন্দ্রধনুর দর্শনেই শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তিতে শ্রীরাধা প্রেমাপ্লুত হইয়া পড়িতেন। সেই শ্রীরাধারই ভাব-বিগ্রহ হইলেন শ্রীমন্মহাপ্রভু; সুতরাং "না সো রমণ না হাম রমণী"-বাক্যের অন্তর্নিহিত গূঢ় রহস্যটী যে ঐ বাক্যটী শ্রবণমাত্রেই প্রভুর চিত্তদর্পণের সাক্ষাতে সমুজ্জ্বলরূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, শ্রীশ্রীরাধামাধবের প্রেমবিলাস-মহত্ত্বের চরম-তম উৎকর্ষতাজ্ঞাপক প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের অপূর্ব্ব রসধারায় তাঁহার চিত্ত যে পরিনিষিক্ত হইয়াছিল এবং তাহারই আস্বাদনে তাঁহার যে আনন্দ-বিবশতা জন্মিয়াছিল—ইহা অস্বাভাবিক নয়। কর্ণপূর বলিতেছেন—হয়তো বা এই আনন্দ-বৈবশ্যবশতঃই প্রভু রামানন্দের মুখ আচ্ছাদন করিলেন—যেন তিনি আর কিছু বলিতে না পারেন। কিন্তু কেন? ইহার কারণ বোধ হয় এই। দেখা গিয়াছে, প্রভু প্রায় সকল সময়েই স্বীয় ভাব গোপন করিতে চেষ্টা করেন। রামানন্দের গীতটী শুনিয়া তাঁহার চিত্তে ভাবের তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে, তাহারই প্রভাবে তাঁহার আনন্দ-বিবশতা জন্মিয়াছে। এই বিবশতার ভাব হয়তো তিনি চেষ্টা করিয়া গোপন করিতে পারিবেন; তখনও বিবশতা বোধ হয় পূর্ণতা লাভ করে নাই—অন্ততঃ পূর্ণতার বহির্ব্বিকাশ হয় নাই; তাই তিনি নিজের হাত উঠাইতে পারিয়াছেন; হাত উঠাইয়া রামানন্দের মুখ আচ্ছাদন করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু রামানন্দ আরও কিছু বলিয়া প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তকে যদি আরও পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে প্রভুর চিত্তের ভাব-তরঙ্গ হয়তো এমন ভাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠিবে যে, তাহা সম্বরণ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িতে পারে। তাই তিনি রামানন্দের মুখ আচ্ছাদন করিলেন।

কবিকর্ণপূর-কথিত অন্য হেতুটী হইতেছে এই। রায়রামানন্দের গীতে যে তত্ত্বটীর ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত রহস্যময়; সেই তত্ত্বটী আরও বেশী পরিস্ফুট করার সময় তখনও হয় নাই। তাই, রামানন্দ যেন আর বেশী কিছু বলিতে না পারেন—এই উদ্দেশ্যে প্রভু তাঁহার মুখ আচ্ছাদন করিলেন।

"তখনও সময় হয় নাই"—এই কথাটীর তাৎপর্য্য কি? কখন সময় হইবে? মনে হয়, রামানন্দরায় যে রহস্যটীর ইঙ্গিত দিয়াছেন, তাহাকে যদি তিনি উদ্ঘাটিত করেন, তাহা হইলে প্রভুর স্বরূপ-তত্ত্বটীই উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িবে। রামানন্দের নিকটে তখনই যদি প্রভুর স্বরূপের তত্ত্বটী উদঘাটিত হইয়া পড়ে, তখনই যদি তিনি প্রভুর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গে প্রভুর আলোচনা তখনই বন্ধ হইয়া যাইবে। জগতের মঙ্গলের জন্য যে সমস্ত তথ্য রামানন্দের মুখে প্রকাশ করাইবার সঙ্কল্প প্রভুর ছিল, তাহাদের সকল তথ্য তখনও প্রকাশিত হয় নাই; তখনও কিছু বাকী রহিয়াছে এবং যাহা বাকী রহিয়াছে, তাহাই (রাগানুগা-ভক্তির কথা) জগতের জীবের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রশ্ন হইতে পারে, মহাপ্রেমিক রায়রামানন্দ কি এতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রভুর স্বরূপের পরিচয় পান নাই? এই প্রশ্নের উত্তর কবিরাজগোস্বামীই দিয়াছেন। "যদ্যপি রায় প্রেমী মহাভাগবতে। তাঁর মন কৃষ্ণমায়া নারে আচ্ছাদিতে॥ তথাপি প্রভুর ইচ্ছা পরম প্রবল। জানিতেহো রায়ের মন হৈল টলমল॥ ২।৮।১০২-৩॥" মহাপ্রেমী পরম-ভাগবত রায়রামানন্দের বিশুদ্ধ-প্রেমোজ্জ্বল চিত্ত-দর্পণের সাক্ষাতে প্রভুর স্বরূপ মাঝে মাঝে যেন চপলা-চমকের ন্যায় ভাসিয়া উঠিতে চায়। কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা নয় যে, তখনও রামানন্দ তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করুক; কারণ, স্বরূপের উপলব্ধি জন্মিলে আলোচনা বন্ধ হইয়া যাইবে। রামানন্দের মুখে প্রভু যে সকল তত্ত্ব প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন, সেই সমস্ত তত্ত্বের মূর্ত্তরূপই যে প্রভু—তাঁহার স্বরূপের উপলব্ধি জন্মিলে রায় তাহা বুঝিতে পারিবেন; ইহা বুঝিতে পারিলে প্রভুর প্রশ্ন-সত্ত্বেও রায়ের পক্ষে আর কোনও উত্তর দেওয়া সম্ভব হইত না। তাই প্রভুর ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই চপলা-চমকের মত উপলব্ধির তরল আভাস রামানন্দের চিত্ত হইতে অপসারিত হইত; আলোচনাও বন্ধ হইত না।

এপর্য্যন্ত স্বীয় ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই প্রভু রামানন্দের উপলব্ধিকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে শ্রীশ্রীরাধামাধবের বিলাস-মহত্ত্বের চরমতম বিকাশসম্বন্ধীয় আলোচনায় রায়রামানন্দের চিত্তের সাক্ষাতে প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্তের যে রূপটী উঁকিঝুঁকি মারিতেছিল, অধিকতর আলোচনায় সেই রূপটী যদি সম্যক্‌রূপে রায়ের চিত্তের সাক্ষাতে আবির্ভূত হয়, তাহা হইলে তাহার প্রভাবকে দমন করা প্রভুর ইচ্ছাশক্তির সামর্থ্যে কুলাইবে না—ইহা প্রভু বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ইচ্ছাশক্তি হইল—ঐশ্বর্য্য; আর প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের রূপ হইল ব্রজের শুদ্ধমাধুর্য্যের চরম-তম বিকাশ—যাহার সাক্ষাতে ঐশ্বর্য্য কখনও স্বীয়রূপে আত্মপ্রকট করিতে পারে না। শুদ্ধমাধুর্য্য-বিকাশের গতিকে অন্য পথে চালাইতে পারে—একমাত্র শুদ্ধ প্রেম। শুদ্ধপ্রেম-স্ফূরিত আনন্দ-বৈবশ্য দ্বারা প্রকম্পিত স্বীয় হস্তে রামানন্দের মুখ আচ্ছাদন করিয়া প্রভু রামানন্দের উপলব্ধির পথ বন্ধ করিয়া দিলেন—যেন অবশিষ্ট বিষয়গুলি আলোচিত হইতে পারে। সমস্ত বিষয়ের আলোচনার পরে প্রভু কৃপা করিয়া রায়রামানন্দকে স্বীয় স্বরূপের দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, রামানন্দরায়ের গীতে যে রহস্যটীর ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, তাহা উদ্‌ঘাটিত হইলে প্রভুর স্বরূপ-তত্ত্বটীই প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। একথার তাৎপর্য্য কি? ইহার তাৎপর্য্য এই যে—মনে হয়, প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের মূর্ত্তরূপই প্রভুর স্বরূপ। কেন একথা বলা হইল, সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে।

প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে এই কয়টী বিষয় বিশেষরূপে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে,—শ্রীকৃষ্ণের ধীরললিতত্বের এবং শ্রীরাধার স্বাধীন-ভর্ত্তৃকাত্বের চরম-তম বিকাশ; উভয়ের নিত্য মিলন; প্রেমের চরমোৎকর্ষবশতঃ উভয়ের চিত্তের ভাবগত একত্ব এবং তাহার ফলে আত্মবিস্মৃতি এবং ব্যবহারের বৈপরীত্য এবং প্রেমের চরমোৎকর্ষবশতঃ পরম-উৎকণ্ঠাজনিত মিলনেও বিরহ-ভাব। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুতে এই কয়টীই উজ্জ্বলতমরূপে পরিস্ফুট।

শ্রীকৃষ্ণের ধীরললিতত্বের বিকাশ হইল শ্রীরাধার সহিত নিত্য মিলনে এবং শ্রীরাধার নিকট স্বীয় বশ্যতাস্বীকারে। আর শ্রীরাধার স্বাধীন-ভর্ত্তৃকাত্বের বিকাশ—শ্রীকৃষ্ণকে সম্যক্‌রূপে নিজের বশীভূত করিয়া রাখার মধ্যে। শ্রীরাধা যেন প্রেমে গলিয়া স্বীয় প্রতি অঙ্গদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গকে আলিঙ্গন করিয়া—কবলিত করিয়া—শ্যামকে গৌর করিয়াছেন, তাঁহাকে অন্তঃকৃষ্ণ-বহির্গৌর করিয়াছেন। ইহাই শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর রূপ। শ্রীরাধা স্বীয় ভর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণকে—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গকে পর্য্যন্ত—সম্পূর্ণরূপে নিজের প্রতি অঙ্গের অধীন—বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণও এইভাবে সম্যক্‌রূপে শ্রীরাধার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন—শ্রীশ্রীগৌরস্বরূপে। কেবল দেহের বশ্যতা নয়—চিত্তেরও। শ্রীরাধা স্বীয় চিত্তদ্বারাও যেন শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে কবলিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে স্বীয় চিত্তের ভাবের বর্ণে অনুরঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের চিত্তও এইভাবে শ্রীরাধা-চিত্তদ্বারা কবলিতত্ব—আনন্দের সহিত অঙ্গীকার করিয়া নিয়াছেন। এইরূপে দেখা গেল—দেহ, মন প্রাণ সমস্ত বিষয়েই শ্রীরাধা স্বীয় ভর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণকে সম্যক্‌রূপে নিজের অধীন করিয়া স্বীয় স্বাধীন-ভর্ত্তৃকাত্বের চরম বিকাশ প্রাপ্ত করাইয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণও সম্যক্‌রূপে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া, এবং নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে শ্রীরাধাকর্ত্তৃক প্রতি অঙ্গে আলিঙ্গিত হইয়া স্বীয় ধীরললিতত্বের চরম-বিকাশ সাধিত করাইয়াছেন—শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরে। শ্রীশ্রীরাধামাধবের—ব্রজ অপেক্ষাও সর্ব্বাতিশায়ী নিত্য-নিরবচ্ছিন্ন এবং নিবিড়তম মিলনও—এই শ্রীশ্রীগৌররূপেই।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের চিত্তের নিরবচ্ছিন্ন নিত্য একত্বও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরে। ব্রজে শ্রীরাধা যে প্রেমের আশ্রয় ছিলেন, রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহরূপ শ্রীগৌরাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণই সেই প্রেমের আশ্রয়; সুতরাং শ্রীশ্রীগৌর-স্বরূপে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের চিত্তের ভাবগত একত্ব চরম-পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

সাধারণতঃ প্রেমবান্ নায়কই প্রেমবতী নায়িকাকে আলিঙ্গন করেন। গোপালচম্পূর উক্তি হইতে জানা যায়, প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তে নায়িকাও অগ্রণী হইয়া নায়ককে আলিঙ্গন করেন, নায়ককে যেন পুতুলের

মত নাচাইয়া থাকেন। শ্রীশ্রীগৌরস্বরূপেও দেখা যায়, নায়িকা শ্রীরাধাই নায়ক শ্রীকৃষ্ণকে নিত্য নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে আলিঙ্গন করিয়া আছেন এবং স্বীয় ভাবের আবেশ জন্মাইয়া শ্রীকৃষ্ণদ্বারা যেন নানারূপ উদ্ভট নৃত্য করাইতেছেন। শ্রীরাধাভাবের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ নিজের স্বরূপের জ্ঞান পর্য্যন্তও হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তাই গৌরস্বরূপে ব্যবহারের বৈপরীত্য এবং ভ্রান্তি বা আত্মবিস্মৃতি—এতদুভয়েরই চরম-পরাকাষ্ঠা দৃষ্ট হয়।

প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য হইতেছে—প্রেম-পরিপাকের চরমোৎকর্ষবশতঃ মিলনের নিমিত্ত পরম উৎকণ্ঠা এবং তাহার ফলে মিলনেও বিরহের ভাব। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরে ইহা সমুজ্জ্বলরূপে বিরাজিত। নিত্য নিরবচ্ছিন্ন মিলনের মধ্যেও বিরহ-জনিত ভাবের চরম বিকাশ প্রভুর গম্ভীরালীলাদিতে জাজ্বল্যমান ভাবে প্রকটিত।

এসমস্ত কারণেই বলা হইয়াছে, প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তের মূর্ত্তরূপই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর।